→ বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড

BOC
A Member of The Linde Group

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০

সূচীপত্র

০১ কোম্পানীর দর্শন
০২ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
০৩ পরিচালকমন্ডলী
০৬ আর্থিক ইতিবৃত্ত
০৭ এক নজরে সারা বছর
০৭ মূল্য সংযোজিত বিবরণ
০৮ সভাপতির প্রতিবেদন
১১ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
১২ কমিটিসমূহ

১৭ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি অডিটরদের প্রতিবেদন
১৮ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১৯ কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
২০ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
২১ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
২২ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
২৩ কনসলিডেটেড কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
২৪ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
২৫ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
২৬ হিসাবের টীকাসমূহ

৫০ কোম্পানীর অবস্থানসমূহ
৫২ কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ

কোম্পানীর দর্শন

বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়িক খাতে আমরা নিয়োজিত, সেসব খাতে আমরা নেতৃস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত হবো ।

ক্রমাগত উদ্ভাবন,পরিচালন দক্ষতা, ব্যয় যথার্থতা ও আমাদের কর্মীদের প্রতিভার মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বিধানের উপর আমাদের সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হবে ।

আমরা সর্বদাই আমাদের কাজে সততা ও দায়িত্ববোধের উচ্চমান প্রয়োগ করবো ।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১২ই মে ২০১১, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অফিসার্স ক্লাব, ২৬ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ:

১। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

২। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।

৩। পরিচালক নির্বাচন।

৪। অডিটরদের নিয়োগদান ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব
১০ই মার্চ ২০১১

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮

টীকা:

১. ২৩ মার্চ ২০১১ হচ্ছে রেকর্ড ডেট। যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম উক্ত তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর সদস্য বহি কিংবা ডিপজিটরী বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।

৩. যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফরম অবশ্যই ০৯ই মে ২০১১, সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানীর রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

শেয়ারহোল্ডারগণ ২০১০ সালের ১৩ই মে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায়

পরিচালকমন্ডলী

এম সাইদুজ্জামান

১৯৯২ সাল হতে সভাপতি ।

জনাব সাইদুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এমএসসি ডিগ্রী লাভের পর যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজের সেন্ট জন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন । অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেট্সের উইলিয়াম্স কলেজ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন । তিনি একজন উন্নয়ন প্রশাসক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক সহায়তা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি । ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের শুরু । অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন পদে এবং সরকারের মুখ্য অর্থ সচিব হিসেবে বেশ কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৯৮৭ সালের শেষদিকে সরকার থেকে পদত্যাগের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন । জনাব সাইদুজ্জামান অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন । ১৯৯৫ সাল হতে তিনি 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' দেশের নেতৃস্থানীয় একটি সামাজিক সংগঠন 'থিঙ্ক ট্যাংক', এর ট্রাষ্টি বোর্ডের একজন সদস্য । ১৯৯৯ সালের অক্টোবর থেকে তিনি বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক, 'ব্যাংক এশিয়া লিঃ' এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, তিনি উক্ত পদ হতে ২০০৮ সালের ১লা জুনে সরে দাঁড়ান । ২০০২ সালের প্রথমদিকে জনাব সাইদুজ্জামান বাংলাদেশ রাইস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন । তিনি ২০০৩ সাল হতে নব প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব বাংলাদেশ লিঃ এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন, এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যা আর্থিক এবং আর্থিক বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রেডিট রেটিং বিষয়ক সেবা প্রদান করে থাকে । ২০০৫ সাল হতে তিনি ওয়াশিংটন ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (IFPRI)-এর "২০২০ সালের জন্য ভিশন" ইনিশিয়েটিভের ইন্টারন্যাশনাল এডভাইজরি কাউন্সিলের একজন সদস্য । জনাব সাইদুজ্জামানকে ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসের ০১ তারিখ হতে ফিলিপাইনের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IRRI)-এর ট্রাষ্টি বোর্ডের একজন সদস্য করা হয়েছে । একই বছরে তিনি পাকিস্তান-এর ইসলামাবাদ-এ অবস্থিত মাহাবুবুল হক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের এডভাইজরি বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ।

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE

১৯৯৮ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।

জনাব ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন । ১৯৭৫ সাল হতে কোম্পানীতে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন । গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং ব্যবসায়ের বিভিন্ন উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারী প্রশাসনের ব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন । ১৯৯৬ সালে তিনি বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন ।

জনাব ভূঁইয়া ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর সভাপতি ছিলেন । তিনি ইতোপূর্বে ১৯৯৯ হতে ২০০৩ সাল এবং ২০০৭ হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনবার এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি ২০০৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন-এর মহামান্য রাণী কর্তৃক "অর্ডার অব ব্রিটিশ এমপায়ার" (OBE) পদবিতে ভূষিত হন । তিনি ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ফিনল্যান্ড কর্তৃক অবৈতনিক কনসাল জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন । তিনি এসিআই লিমিটেড-এর বোর্ডের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ লিঃ-এর বোর্ডের একজন পরিচালক ছিলেন ।

সঞ্জীভ লাম্বা

২০০৪ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব সঞ্জীভ লাম্বা দি লিন্ডে এজি-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের একজন সদস্য এবং তাঁর দয়িত্বে রয়েছে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক এশিয়া প্যাসিফিক বিজনেস । তিনি বর্তমানেও দি লিন্ডে গ্রুপ-এর দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার রিজিওনাল বিজনেস ইউনিট-এর প্রধান ।

জনাব লাম্বা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্সি পাশ করার পর ১৯৮৯ সালে দি লিন্ডে গ্রুপ-এর ইন্ডিয়া ইউনিটের বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন । তিনি ১৯৯৩ সালে ইউকে-তে দি বিওসি গ্রুপ পিএলসি-এর প্রধান কার্যালয়ের অডিট এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং তার পূর্বে তিনি বিওসি ইন্ডিয়া-তে ফাইন্যান্স ও ট্রেজারী অপারেশনে কাজ করেছেন । জনাব লাম্বা ২০০০ সালে বিওসি ইন্ডিয়া-এর বোর্ডে অর্থ বিষয়ক পরিচালক হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি ১৯৯৭ সালে গ্রুপ হতে বিওসি ইন্ডিয়া-তে ফাইন্যান্স-এর প্রধান হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেন ।

জনাব লাম্বা ২০০১ সালে বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে পরবর্তী চার বছরে কোম্পানীর ব্যবসায়ে ব্যাপক সফলতা বয়ে আনেন । জনাব লাম্বা ২০০৫ সালে সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশব্যাপী পরিচালিত প্রসেস গ্যাস স্যলুশন-এর বিজনেস ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন । ২০০৬ সালে লিন্ডে এজি গ্রুপের সাথে বিওসি-এর বিজনেস একীভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব লাম্বা দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার রিজিওনাল বিজনেস ইউনিট-এর প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন । তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়া হতে পশ্চিমে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এগারোটি দেশের অতি সম্ভাবনাময় বিজনেস-এর দায়িত্বে আছেন ।

জনাব লাম্বা ২০১১ সালের মার্চ মাসে দি লিন্ডে এজি-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ।

জনাব লাম্বা বিজনেস ও প্রফেশনাল বডির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে এশিয়া ইন্ডাষ্ট্রিয়্যাল গ্যাসেস এসোশিয়েসন (AIGA)-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি বিভিন্ন চেম্বারস অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি-এর সদস্য হিসেবেও সম্পৃক্ত রয়েছেন । ।

বিনোদ পাটওয়ারী

২০০৮ সাল হতে পরিচালক ।

জনাব পাটওয়ারী দি লিন্ডে গ্রুপ-এর সদস্য লিন্ডে গ্যাস এশিয়া প্রাঃ লিমিটেড-এর দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার ফাইন্যান্স ও কন্ট্রোল-এর প্রধান । তিনি পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়া হতে পশ্চিমে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এগারোটি দেশের ফাইন্যান্স ও কন্ট্রোল বিজনেস-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন । সিঙ্গাপুরে অবস্থিত রিজিওনাল হেডকোয়ার্টারস্-এ তাঁর কার্যালয় অবস্থিত ।

জনাব পাটওয়ারী তের বছরেরও বেশী সময় ধরে লিন্ডে কোম্পানীতে রয়েছেন । তিনি ১৯৯৭ সালে লিন্ডের ইন্ডিয়া ইউনিট-এর বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ফাইন্যান্স বিভাগে প্রথমে একজন একাউন্ট্যান্ট এবং পরে ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করেন । তিনি ২০০১ সালে কলিকাতা হতে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত রিজিওনাল অফিসে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ছয়টি দেশের ফাইন্যান্স ও প্ল্যানিং-এ প্ল্যানিং ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন । তিনি এক বছর পরে দি বিওসি গ্রুপ পিএলসি-এর ইউকে-তে কর্পোরেট ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার প্রজেক্টস এবং গ্রুপ ব্যাপী একীভূতকরণ বিষয়ক পোর্টফলিও-এর ইনভেষ্টমেন্ট এপ্রাইজাল এবং ইভালুয়েশন-এর কাজ করেন । তিনি ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে দক্ষিণ প্যাসিফিক-এর পিজিএস বিজনেস-এ জেনারেল ম্যানেজার ফাইন্যান্স হিসেবে যোগদান করেন । তিনি ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-তে ফিরে এসে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পিজিএস বিজনেস-এ ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন । ২০০৬ সালে একটি আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দি বিওসি গ্রুপ লিন্ডে এজি কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ার ফলে লিন্ডে গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনাব পাটওয়ারী তার বর্তমান পদে দায়িত্ব পালনের জন্য সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হন ।

জনাব পাটওয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্যে স্নাতক (সম্মান) এবং কলিকাতা আইসিএফএআই (ICFAI) বিজনেস স্কুল হতে এমবিএ (MBA) ডিগ্রি লাভ করেন । তিনি ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিষ্টস অব ইন্ডিয়া হতে চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিষ্ট সনদ লাভ করেন । জনাব পাটওয়ারী ইনষ্টিটিউট অব কোম্পানী সেক্রেটারীজ অব ইন্ডিয়া হতে সনদ প্রাপ্ত একজন কোম্পানী সেক্রেটারীও ।

লী বন হিয়ান

২০০৮ সাল হতে পরিচালক।

জনাব লী বন হিয়ান ২০০৮ সালের মে মাসে লিন্ডে গ্যাস এশিয়াতে যোগদান করেন গুচ্ছ দেশগুলি-এর একজন প্রধান হিসেবে যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনাম।

জনাব লী এশিয়াতে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম-এ উল্লেখযোগ্য সময় সেল্‌স ও মার্কেটিং, ম্যানুফ্যাকচারিং অপারেশনস, লজিষ্টিকস এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর বিভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন। এশিয়ার বিভিন্ন ইন্ড্রাষ্ট্রিতে তাঁর কাজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেমন-অয়েল, এনার্জি, লুব্রিকেন্টস্, পারফরমেন্স কেমিক্যালস্ এবং বায়ো-ডিজেল ইত্যাদি। তাঁর রয়েছে একটি বহুমূখী কর্মজীবনের প্রেক্ষাপট; সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ছাড়া এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিতেও তাঁর কাজ করার ও বসবাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

জনাব লী সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (NUS) হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক (সম্মান) এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দুটি লাভ করেন। তিনি সিঙ্গাপুর ইনিষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট হতে বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন-এ স্নাতক ডিপ্লোমাও লাভ করেন।

মোঃ ফায়েকুজ্জামান

২০১০ সালের জুলাই মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট-এর সভাপতি।

তিনি বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM) - এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যও। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভোলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোঃ লিঃ (IIDFC), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (BDBL), ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোঃ লিঃ (BATBC), গ্ল্যাক্সো স্মীথক্লাইন বাংলাদেশ লিঃ, রেনেটা লিঃ, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস লিঃ (ACI), ন্যাশনাল টি কোঃ লিঃ (NTC), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ (CDBL), ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ (DSE), দি ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংকারস বাংলাদেশ, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব বাংলাদেশ লিঃ (CRAB), ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (CRISL) এবং এপেক্স ট্যানারী লিঃ -এর পরিচালক।

জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি স্নাতক (সম্মান) এবং ব্যবস্থাপনাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ড-এর ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি ইনষ্টিটিউটশন হতে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, এপ্রাইজাল এবং ম্যানেজমেন্ট-এ পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন। জনাব জামানের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এ ২৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বর্তমান কর্মস্থলে আসার পূর্বে ২০০৭ সাল হতে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তার পূর্বে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর মহা ব্যবস্থাপক ছিলেন।

লতিফুর রহমান

২০০৬ সাল হতে পরিচালক।

জনাব লতিফুর রহমান ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিইও যার বাৎসরিক বিক্রয় প্রায় ২৩ বিলিয়ন টাকা। ১৮৮৫ সালে চা গাছ রোপণের মাধ্যমে এই গ্রুপের উদ্ভব ঘটে।

এই গ্রুপের অধীন কোম্পানীসমূহ পানীয়, ইলেক্ট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্যাদি,ফাস্ট ফুড, পরিবেশন, প্রিন্টেড মিডিয়া এবং চায়ের ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং এ গ্রুপের কোম্পানীসমূহ হলো ট্রান্সকম বেভারেজ লিঃ, ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ, এসকেএফ বাংলাদেশ লিঃ, ট্রান্সকম ফুডস লিঃ, ট্রান্সকম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, মিডিয়াস্টার লিঃ, মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিঃ এবং টী হোল্ডিংস লিমিটেড। গ্রুপ রিলায়েন্স ইনসিওরেন্স লিঃ এবং ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিঃ-এর বেশীরভাগ স্টেকহোল্ডারের অধিকারী।

তিনি নেসলে বাংলাদেশ লিঃ, হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ এবং ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্টস লিঃ-এর চেয়ারম্যান।

জনাব রহমান বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ।

তিনি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ড্রাষ্ট্রি, ঢাকা, ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ টী এসোসিয়েশন-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন।

জনাব লতিফুর রহমান সরকারের অর্থ এবং বাণিজ্য নীতিমালা গঠনকারী বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ট্রেড বডি রিফর্মস কমিটি-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম, ডব্লিউটিও-এর এ্যাডভাইজারী কমিটি, এক্সপোর্ট প্রমোশন-এর ন্যাশনাল কমিটি এবং জুট-এর কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)-এর এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

আইয়ুব কাদরি

২০০৮ সাল হতে পরিচালক।

জনাব আইয়ুব কাদরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম,এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই,এল,ও ইনিষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনিষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনিষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ,এস,এ, সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হলো: শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পলী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরি ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাস হতে তিনি কেয়ার টেকার সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি একই বছরের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরি বহু সরকারী, ব্যক্তি-মালিকানাধীন ও যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানী-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC) এবং বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM)-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

ইরফান এস মতিন

২০০৮ সাল হতে পরিচালক।

জনাব ইরফান এস মতিন একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি (বুয়েট) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন করেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি বিওসিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। জনাব মতিন কোম্পানীতে কর্মকালীন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন যার বেশীর ভাগটাই ছিল মার্কেটিং, বিক্রয়, কাস্টমার সার্ভিসেস, প্রকিউরমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশনস, কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, ওয়েল্ডিং-অপারেশনস এবং প্রজেক্টস।

২০১১ সালে জানুয়ারী মাসে কোম্পানীর বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ জনাব মতিনকে একজন নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়ার স্থলে নিয়োগদান করেন এবং তিনি আগামী ১৩ মে ২০১১ হতে দায়িত্ব পালন করবেন।

তিনি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারস ইনষ্টিটিশন, ঢাকা-এর একজন আজীবন সদস্য।

এম নাজমুল হোসেন

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

জনাব এম নাজমুল হোসেন পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং শিল্প কারখানাতে তাঁর বহু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ১৯৮২ সালে কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং কোম্পানীতে পরিচালকমন্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হবার পূর্বে বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোম্পানী সচিবের দায়িত্বও পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস-এর একজন সদস্য।

সচিব
এম নাজমুল হোসেন

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা-১২০৮

অডিটর
রহমান রহমান হক

ব্যাংকসমূহঃ
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোঃ লিঃ
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিঃ
সিটি ব্যাংক এন,এ
সোনালী ব্যাংক লিঃ
প্রাইম ব্যাংক লিঃ
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ

আইন উপদেষ্টা
হক এ্যান্ড কোম্পানী

সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ্
এ্যান্ড এসোসিয়েটস

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০০৬	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
		১৫ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের
রেভিনিউ	টাকা '০০০	২,৩৫৮,৯৫৫	১,৮৮৭,১৬৪	২,০০০,১৭২	২,৪৯৮,৫৮৩	২,৭৪২,৮১৭	৩,১৯৯,৩৭৫
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৩৩৬,৪২৫	২৬৯,১৪০	৩৫০,১৫৫	৪৫৭,৭৪০	৭৭২,৬১১	৯০৩,২৫৬
কর বরাদ্দ	"	১১২,৯২৬	৯০,৩৪১	৮৯,১৭১	১১৬,১০৬	১৮১,৯৭২	২৪১,৩২০
বিলম্বিত কর	"	(২২,৭৫৩)	-	(২,৬৬৭)	(১৭,৭০৮)	(১৯,২৩১)	(৬,১৩২)
আয়	"	২৪৬,২৫২	১৯৭,০০২	২৬৩,৬৫১	৩৫৯,৩৪২	৬০৯,৮৭০	৬৬৮,০৬৮
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	"	১০৬,৫২৮	৮৫,২২২	১০৬,৫২৮	১১৭,১৮১	১১৭,১৮১	১৫২,১৮৩
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	-	-	-	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	৩৮০,৪৫৭
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল*	"	১,০৫১,৩৬৬	-	১,১৯৫,৯১৪	১,৩১২,৫৪৬	১,৬৬৬,১৭৭	১,৮২৩,১৪১
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি*	"	১,২৪৯,৭৩০	-	১,৩৯৪,২৭৮	১,৫১০,৯১০	১,৮৩৮,৫৩৪	১,৯৯৫,৪৯৮
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,০৮৭,১৩১	-	১,০০৪,১২১	৯৬১,১৭৮	৯২২,৭৩৫	১,০৪৩,৫৫২
অবচয়	"	১৬৮,৯৪৬	১৩৫,১৫৭	১৩৪,৩৮৬	১৩৫,৪৬৬	১৩৬,৩২১	১৩২,৭৬৯
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	১৬.১৮	১২.৯৪	১৭.৩২	২৩.৬১	৪০.০৮	৪৩.৯০
পি ই রেশিও	"	-	৯.০০	১৯.০০	১১.০০	১২.০০	১৬.০০
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	"	৭.০০	৫.৬০	৭.০০	১৭.৭০	১৭.৭০	৩৫.০০
লভ্যাংশ (%)		৭০	৫৬	৭০	১৭৭	১৭৭	৩৫০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি*	টাকা	৮২.১২	-	৯১.৬২	৯৯.২৮	১২০.৮১	১৩১.১৩
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	"	২১.৬০	-	২২.১৬	২৫.১১	৬৮.৪১	৪৫.৪৫

* উপস্হাপনের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশের সমন্বয় সাধন ।

রেভিনিউ

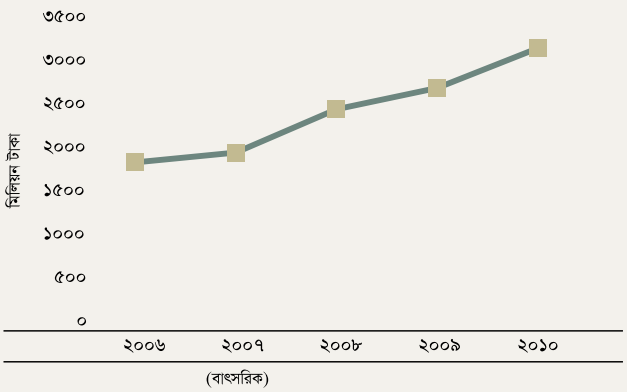

আয় ও লভ্যাংশ

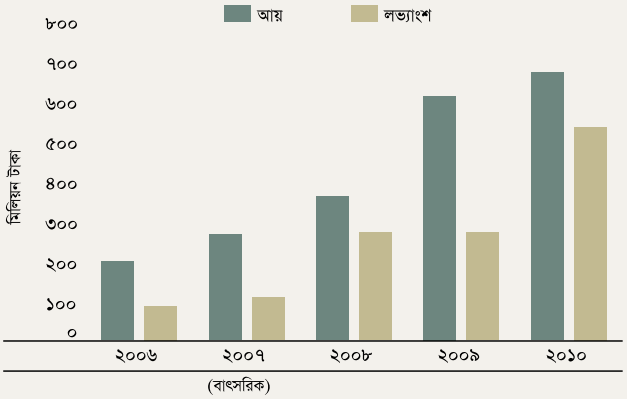

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

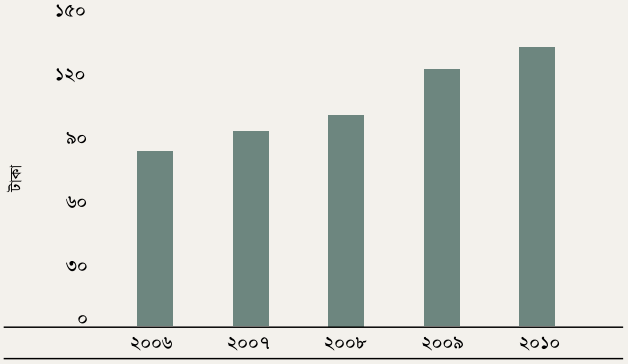

মূল্য আয়ের অনুপাত

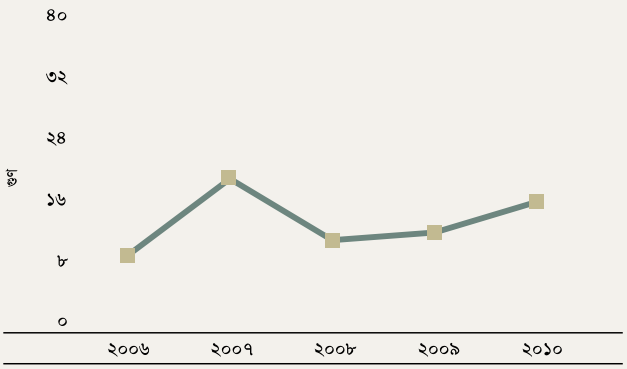

এক নজরে সারা বছর

				-এর তুলনায় পরিবর্তন
		২০১০	২০০৯	২০০৯
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,১৯৯,৩৭৫	২,৭৪২,৮১৭	১৬.৬৫%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৯০৩,২৫৬	৭৭২,৬১১	১৬.৯১%
আয়	"	৬৬৮,০৬৮	৬০৯,৮৭০	৯.৫৪%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৩.৯০	৪০.০৮	৯.৫৪%

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের মূল্য

	সমাপ্ত বছরের ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১০ টাকা' ০০০	%	সমাপ্ত বছরের ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৯ টাকা' ০০০	%
মূল্য সংযোজন				
রেভিনিউ	৩,১৯৯,৩৭৫		২,৭৪২,৮১৭	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(১,৭০৯,৬৩৮)		(১,৫৪৩,৪৫৯)	
	১,৪৮৯,৭৩৭		১,১৯৯,৩৫৮	
অন্যান্য আয় ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ	৮২,৯৪৬		১৬৮,৮৭৮	
বিতরণযোগ্য	**১,৫৭২,৬৮৩**	**১০০**	**১,৩৬৮,২৩৬**	**১০০**
বিতরণ				
কর্মচারীবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৪২১,২২৩	২৭	৩৭৭,২২৪	২৭
মূলধন সরবরাহকারীদেরকে:				
(ক) ঋণের উপর সুদ	১,৩৯৩	-	৯৬৬	-
(খ) প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত লভ্যাংশ	৫৩২,৬৪০	৩৪	২৬৯,৩৬৪	২০
সরকারকে কর, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ	৩৪৯,২৩০	২২	২৪৩,৮৫৫	১৮
পুনঃ বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত:				
(ক) অবচয়	১৩২,৭৬৯	৮	১৩৬,৩২১	১০
(খ) সাধারণ সংরক্ষণ	১৩৫,৪২৮	৯	৩৪০,৫০৬	২৫
	১,৫৭২,৬৮৩	**১০০**	**১,৩৬৮,২৩৬**	**১০০**

সভাপতির প্রতিবেদন

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদেরকে কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। সদ্য শেষ হওয়া হিসাব বছরে, প্রধানত জ্বালানি সংকটের জন্য এবং জাহাজভাঙা শিল্পে পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক নতুন বিধিবিধান প্রবর্তনের কারণে সৃষ্টি হওয়া কিছু চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আপনাদের কোম্পানি যে চমৎকার ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই চমৎকার ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জনের জন্য এবং অব্যাহতভাবে ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারার জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা টিমকে অভিনন্দন জানাই। বলা বাহুল্য, ২০১০ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক সাফল্যই আমাদের কোম্পানির সাফল্যের এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

বিশ্বের বড় বড় শিল্পায়িত অর্থনীতিসমূহের চলমান নিম্নগতির মুখেও গত অর্থ ও পঞ্জিকা বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির অর্জন ছিল সন্তোষজনক। সার্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল যুক্তিসঙ্গতভাবে শক্তিশালী। পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক ধীরগতির প্রবৃদ্ধির তুলনায় গত বছর রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছতে পেরেছে। তবে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধির অন্য বড় উৎস, প্রবাসী শ্রমিকদের আয়ের প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এখনও দেশের একক বৃহত্তম কর্মসংস্থানের উৎস কৃষি খাতে, অনুকূল আবহাওয়া, সরকারের অব্যাহত উপকরণ সরবরাহ, আর্থিক ও সম্প্রসারণ সেবা সহায়তার ফলে অর্জিত সাফল্য উলেখযোগ্য। কৃষি খাতে আয় বৃদ্ধি দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাঙ্গা করেছে এবং ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছে। রাজস্ব আয়ে লক্ষ্যণীয় প্রবৃদ্ধির ফলে সরকার জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পদ বিনিয়োগে সমর্থ হয়েছে, যদিও বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহার প্রত্যাশিত মাত্রার চাইতে নিচে থেকে যাবে বলে মনে হয়। তবে, মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে দেশে খাদ্য মূল্যের ঊর্দ্ধমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও শিল্প খাতের সার্বিক অর্জন আশানুরূপ নয়। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘাটতি এবং অবকাঠামোর অপ্রতুলতা শিল্প বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘাটতি নিরসনের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়ন এবং নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিতে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করা না গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় এবং শিল্প উৎপাদনে গ্যাসের ঘাটতি একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করতে থাকবে। গ্যাস ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অধিক ব্যয় বহুল তরল দাহ্য সমূহের উপর বেশি নির্ভর করতে হবে, যার ফলে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। দেশের বাড়তে থাকা শ্রমশক্তির জন্য বেশি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য পারিশ্রমিক ভিত্তিক চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেও শিল্প খাতে দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা আবশ্যক। এই খাতের বহুমুখীকরণও প্রয়োজন; এবং আরও প্রয়োজন খাতটিতে কারিগরি দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা ও প্রবৃদ্ধির গতিবেগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য, জ্বালানি তেল ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য ও জ্বালানি তেলে ভর্তুকি প্রদানের জন্য বৃহত্তর বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দেবে। দেশে আমদানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নতুন নতুন জ্বালানি তেল-নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেল আমদানির ফলে আমদানি ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাবে। এর পাশাপাশি, পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর নেতিবাচক প্রভাব এবং মুদ্রা বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবাসী আয় প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর বড় ধরনের প্রভাব রাখতে পারে, এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য চাপের মুখে পড়তে পারে।

আরও দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন আবশ্যক। জিডিপি-র অংশ হিসেবে বিনিয়োগের পরিমাণ, বিশেষ করে জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বেসরকারি খাতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিশেষ করে অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, তরান্বিত করা প্রয়োজন। অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যেসব নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলোর ফলাফলও দৃশ্যমান হওয়া উচিৎ। এ জন্য এ ক্ষেত্রে প্রণীত প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নও কাম্য। দেশের অর্থনীতির জন্য অন্যান্য মধ্য-মেয়াদী প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টি করা, যে দুটো বিষয়ের উপর সরকার যথার্থভাবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

ব্যবসায়িক পরিবেশ ও কোম্পানির আর্থিক অগ্রগতি

২০১০ সালটি শুরু হয়েছিল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিদ্যমান অনিশ্চয়তার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের প্রবল আশঙ্কা নিয়ে। সৌভাগ্যবশতঃ দেশের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তার খুব একটা প্রভাব পড়েনি। যেমন মনে করা হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবেশ তার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। প্রাকৃতিক গ্রাস ও বিদ্যুতের দাম কিছুটা বাড়ার কারণে শিল্প ও ভোগ্যপণ্যের দামের উপর চাপ সৃষ্টি হলেও সার্বিকভাবে কোম্পানীর কাঁচামালের দামের নিম্নমুখী প্রবণতা গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রভাব নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে আমাদের কোম্পানীর জন্য তা আরও বেশি ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে এসেছে। পণ্য তৈরি ও শিল্প উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ঊর্দ্ধমুখী ছিল এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কাঁচামালের দাম কম ছিল। ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোডে ব্যবহৃত কাঁচামালের গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের বর্ষ-শেষ গড় হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।

এ রকম পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কোম্পানির বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭%, ব্যবসা কার্যক্রমের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬%, এবং কর-পরবর্তী মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০%, যাকে একটি রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা যায় এবং যা একটি প্রশংসনীয় সাফল্য। এটা সম্ভব হয়েছে কোম্পানি ব্যবস্থাপনার কিছু সময়োপযোগী মূল্য নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিবিড় ব্যয় পরিবীক্ষণের ফলে। ব্যাংক সুদ থেকে আসা উচ্চতর আয়ও এই মুনাফা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

বছরটিতে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনাও করা হয়েছে বিচক্ষণতার সাথে। এর ফলে আলোচ্য বছরের জন্য ২৫০% হারে অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ দেওয়ার পরও কোম্পানির তারল্যের পরিমাণ ভাল। আপনাদের পরিচালকমন্ডলী কোম্পানির ক্রমবর্ধমান নগদ রিজার্ভের পরিমাণ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করেছেন যাতে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, অর্থাৎ লভ্যাংশ প্রদান এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ চাহিদা এই উভয়ের মধ্যে যাতে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। ক্রমবর্ধমান দেশীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য পরিচালকমন্ডলী উচ্চতর প্রযুক্তি প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগের প্রতি নজর দিয়েছেন ।

পরিচালকমন্ডলী ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ১০ টাকা অর্থাৎ ১০০% চূড়ান্ত লভ্যাংশ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। এর জন্য প্রয়োজন হবে ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা। তাই বছরটির জন্য মোট লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে ৫৩২,৬৩৯,৮০০ টাকা, যা কিনা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় (৩৫০%) বেশি।

কোম্পানির অগ্রগতি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য কোম্পানির আলাদা আলাদা ব্যবসা কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বাল্ক (bulk), পিজিএন্ডপি (প্যাকেটজাত মালামাল ও পণ্য) এবং হসপিটাল কেয়ার, ইত্যাদি।

বাল্ক (Bulk)

বাল্ক কার্যক্রমের সবগুলো প্রধান শাখার অর্জনই সন্তোষজনক ও উত্তম ছিল। বছরের প্রথম ভাগে জাহাজভাঙা খাতে তরল অক্সিজেনের চাহিদা ইতিবাচক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে জাহাজ কাটার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে 'অনাপত্তি' সনদ (এনওসি) গ্রহণের নতুন নিয়ম চালু করায় বছরের দ্বিতীয় ভাগে তরল অক্সিজেনের চাহিদা কমে যায়। রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ব্যবহারের কারণে বছরটিতে আরগনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা মাফিক গ্যাস পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য বিওসি ইন্ডিয়া বাল্ক গ্যাসসমূহের (শিল্প খাতে ব্যবহৃত অক্সিজেন ও আরগন) সরবরাহ অব্যাহত রাখে। কোম্পানির দুটি বড় গ্রাহক নিজেদের তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লান্ট স্থাপন করায়

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডের চাহিদা পড়ে যায়। মূলত প্রতিযোগিতার কারণে ড্রাই আইস বিক্রয়ও আগের বছরের তুলনায় কম ছিল।

পিজিঅ্যান্ডপি (প্যাকেটজাত মালামাল ও পণ্য)

কোম্পানির পিজিঅ্যান্ডপি কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে শিল্পে ব্যবহৃত সকল কমপ্রেসড গ্যাস ও ওয়েল্ডিং পণ্য। এই ব্যবসার সার্বিক সাফল্য আগের বছরের তুলনায় ভাল ছিল। বছরটিতে এই ব্যবসার মূল পণ্য ছিল মাইল্ড স্টিল ইলেকট্রোড, যার বিক্রয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। কমপ্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনের গ্রাহকেরা তরল অক্সিজেন ব্যবহার শুরু করায় কমপ্রেসড অক্সিজেনের বিক্রয় আগের বছরের তুলনায় অনেক নিচে নেমে যায়; জাহাজভাঙা শিল্পের কাজ কমে যাওয়ায় এবং মার্কেট শেয়ার হারানোর কারণেও কমপ্রেসড অক্সিজেনের চাহিদা পড়ে যায়। শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য গ্যাসের বিক্রয় ভাল হওয়ায় কোম্পানির এই অংশের সার্বিক বিক্রয়ের পরিমাণ ধরে রাখা সম্ভব হয়। বাজারে এলপিজি ও সিলিন্ডারের সরবরাহ ঠিক থাকায় আলোচ্য বছরে গ্যাসের বিক্রয় ভাল ছিল। আর্থিক সংকটের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে, বিশেষ করে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে, দক্ষ ওয়েল্ডারের চাহিদা কম ছিল এবং সে কারণে ডব্লিউটিসির (ওয়েল্ডিং ট্রেনিং সেন্টার) কার্যক্রমে মন্দাভাব অব্যাহত ছিল।

হসপিটাল কেয়ার

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত ২০১০ সালেও আমাদের হসপিটাল কেয়ার ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির গতিবেগ অব্যাহত ছিল। বছরটিতে কোম্পানির এই ব্যবসা কার্যক্রমে কমপ্রেসড ও লিকুইড মেডিকেল গ্যাস বিক্রয়ের পাশাপাশি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও মেডিকেল পাইপ লাইন বিক্রয় ছিল প্রধান বিক্রয় চালিকাশক্তি। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, আপনাদের কোম্পানি ২০১০ সালে মেডিকেল পাইপ লাইন (এমপিএল) ব্যবসা পুনরায় চালু করেছে এবং একটি প্রাইভেট হাসপাতালে একটি এমপিএল স্থাপন করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রেসার সুইং অ্যাবজর্পশন (পিএসএ) এবং একটি নতুন স্থানীয় প্রতিযোগী কোম্পানির নিকট থেকে আমাদের মেডিকেল অক্সিজেন ব্যবসা প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে।

উন্নয়ন

দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিবেশে কোম্পানির ব্যবসা কার্যক্রমসমূহের অর্জন উৎসাহব্যঞ্জক। কোম্পানির তৈরি অনেক পণ্য পরিমাণ ও রাজস্ব উভয় দিক থেকেই প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার আগের বছরের মত ছিল। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড প্লান্টে, যেখানে তার নিবন্ধিত ক্ষমতার ১০০% এরও বেশি ব্যবহার হয়েছে। সাবধানের ভিত্তিতে প্রকিওরমেন্ট বা ক্রয়ে ক্রমাগত উন্নতি এবং কার্যকর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির লাভজনকতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কোম্পানিতে এইচপিও (হাই পারফরমেন্স অর্গানাইজেশন) বাস্তবায়নের পাশাপাশি, ২০১৫ সালের মধ্যে উচ্চাভিলাষী ১-২-২-১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ একটি আগ্রাসী প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে প্রজেক্ট অ্যাসার্ট (Project ASSERT) নামের একটি প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রজেক্ট অ্যাসার্টের লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে : নিরাপত্তায় ও মার্কেট শেয়ারে এক নম্বর স্থান দখল করা; রাজস্ব দ্বিগুণ করা; মুনাফা দ্বিগুণেরও বেশি করা; এবং ব্যবসাতে এক নম্বর কোম্পানি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করা। ইলেক্ট্রোড ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রূপগঞ্জে একটি নতুন প্রোডাকশন লাইন স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই নতুন প্রোডাকশন লাইন স্থাপিত হলে কোম্পানির ইলেক্ট্রোড উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৭,৭০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে। আমি আপনাদেরকে আরও জানাতে চাই যে, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে কোম্পানির তেজগাঁও ফ্যাক্টরিতে বার্ষিক ৫,৩২০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহকদের জন্য উদ্ভাবনী সমাধান কাজে লাগাতে এবং সর্বোত্তম প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আমাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা অঙ্গীকারবদ্ধ।

নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

আমাদের সকল স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য, বিশেষ করে আমাদের কর্মচারী ও গ্রাহকদের জন্য, লিন্ডে গ্রুপের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের মত এই কোম্পানিতেও নিরাপত্তা ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। ২০১০ সালে কোম্পানি প্রধান নিরাপত্তা সূচকসমূহ অর্জন করেছে এবং অনগ্রসর অর্থাৎ পিছে পড়ে থাকা সূচকসমূহের গ্রহণীয় ব্যবস্থাপনা করেছে শুধু পরিবহন কার্যক্রমে দুটো দূর্ঘটনা ঘটেছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, নিরাপত্তা এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই কিংবা সফল হলেও যেখানে থেমে যাওয়া চলবে না। যানবাহন চালকদের এবং দেশের লিডারশিপ টিমের জন্য কোম্পানি লিন্ডে গ্রুপের প্রশিক্ষকের অধীনে একটি সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করেছে। বড় ধরনের দূর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাসে লিন্ডে গ্রুপের নীতি অনুযায়ী, কোম্পানির সকল বড় বড় লোকেশনে সকল কর্মচারীর জন্য লিড সেফ, সাইট সেফ কার্যক্রম এবং সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধি বা গোল্ডেন রুলস অব সেফটি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

মানব সম্পদ

সারা বছরই শিল্প কার্যক্রমে শান্তি বজায় ছিল এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত ছিল। কোম্পানির টেকসই সাফল্যের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। লিন্ডে গ্রুপের প্রয়োজনের আলোকে, আমাদের জনবল ব্যবস্থাপনার একটি মৌল উপাদান হল, আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন। গ্রুপের মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা। "পিপল এক্সেলেন্স" শিরোনামের অধীনে, গ্রুপের মানব সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেছে, যেগুলোতে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও, আমাদের কোম্পানির নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের অধীনে স্থানীয়ভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক বহু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রণোদনা সঞ্চারের জন্য 'এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড', 'স্পট রিকগনিশন' ও 'কী এমপ্লয়ি বোনাস স্কিম' চালু রাখা হয়েছে।

তথ্য সেবা

কোম্পানির তথ্য সেবা ব্যবস্থা এর ব্যবসা কার্যক্রমসমূহে মূল্য সংযোজন অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে গ্রাহক সেবার মান আরও উন্নত হয়েছে, উপাত্ত নিরাপত্তায় ইলেক্ট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিজনেস প্রসেস বা কর্ম প্রক্রিয়া প্রমিত হয়েছে। এটিঅ্যান্ডটি-র (AT&T) বিশ্বব্যাপী নিরাপদ নেটওয়ার্কের সাথে কোম্পানির ডাটা কমিউনিকেশন লিংকের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কোম্পানির তথ্য সম্পদসমূহের সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমাদের সার্ভার রুম পুনর্গঠিত করা হয়েছে। বিওসিবি-র পাবলিক ওয়েবসাইট www.boc-gas.com.bd চালু করার ফলে কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সহজ হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগের নতুন উপায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডাটা ক্যাপচারিং ও অটোমেটেড পোস্টিংয়ের জন্য ইনটেলিজেন্ট ক্যারেকটার রিকগনিশনের (আইসিআর) প্রবর্তন একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে গ্রাহক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা (কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স প্রোডাক্টিভিটি) বৃদ্ধি পাবে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

লিন্ডে গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল (Group Internal Audit Team) তাদের নিজেদের নির্বাচন করা অনেকগুলো ব্যবসা কার্যক্রমে বেশ কিছু সংখ্যক নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। নিরীক্ষা দল নিয়মিতভাবে নিরীক্ষায় পাওয়া তথ্যাবলী ও তার ভিত্তিতে গৃহীত সমাধানমূলক ব্যবস্থাসমূহের অগ্রগতি ফলোআপ করেছেন এবং নিরীক্ষা কমিটির (Audit Committee) নিকট পেশ করেছেন। ডাটা ক্যাপচারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার পরিপূর্ণভাবে সমন্বিত করা হয়েছে, যা কেবল পদ্ধতিগতভাবে আর্থিক বিবরণী তৈরির জন্য ডাটা ক্যাপচারই করে না বরং হিসাব ব্যবস্থাপনা ও বাজেট নিয়ন্ত্রণের জন্যও ডাটা সরবরাহ করে, এবং এর ফলে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়েছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে লিন্ডে গ্রুপের উদ্যোগ ও নীতি অনুসারে বিওসিবি ২০১০ সালেও বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশকে আরও সবুজ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, কোম্পানি ২০১০ সালে হাতির ঝিল প্রকল্প, সেনাবাহিনীর বাস্তবায়নাধীন মিরপুর প্রকল্প, এবং আমাদের রূপগঞ্জ ফ্যাক্টরির নিকটবর্তী স্কুল ও কলেজসমূহে ১৫,০০০ বৃক্ষ রোপন করেছে। ওয়েল্ডিং ট্রেনিং সেন্টার (ডব্লিউটিসি) দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত

রেখেছে, যাতে করে প্রশিক্ষণ পাওয়া কর্মীরা বিদেশে কাজ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠেন। ডব্লিউটিসি সারা বছর ধরেই তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। কোম্পানির আরেকটি কার্যক্রম হল সদ্য পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের জন্য ইন্টার্নি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে তারা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও নেতৃত্ব দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। এছাড়া, কোম্পানি ওয়েল্ডিং পণ্যের ডিলারদের মেধাবী সন্তানদের এবং ব্যবস্থাপনা বহির্ভূত স্টাফদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

বোর্ড বিষয়ক

আমরা যখন বিগত বছরে বার্ষিক সভায় মিলিত হয়েছিলাম তখন বোর্ডের গঠন যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে; শুধু কোম্পানির প্রাক্তন অর্থ পরিচালক (Finance Director) জনাব আজিজুর রশিদকে আমরা আমাদের মাঝ থেকে হারিয়েছি। বোর্ডে ১৩ বছর ধরে মূল্যবান অবদান রাখার পর তিনি ব্যক্তিগত কারণে আগাম অবসরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে ২০১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। আমরা তাঁর মূল্যবান অবদানের অভাব বোধ করব। আজ আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তাদের সকলের পক্ষ থেকে, এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমি জনাব আজিজুর রশিদকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং তাঁর জন্য এই কামনা করছি যে তিনি যেন তাঁর বাকী জীবনও সাফল্যের সাথে কাটাতে পারেন। জনাব আজিজুর রশিদের স্থলে বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মহাব্যবস্থাপক, অর্থ (General Manager, Finance) জনাব এম নাজমুল হোসেন একজন নির্বাহী পরিচালক (Executive Director) ও কোম্পানি সচিব (Company Secretary) হিসেবে বোর্ডে যোগ দিয়েছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে তাঁকে স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, কোম্পানিতে তিনি তাঁর মূল্যবান অবদান রাখবেন ।

আমি আপনাদেরকে আরও জানাতে চাই যে, জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া স্বাস্থ্যগত কারণে স্বেচ্ছায় আগাম অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ২০১১ সালের মে মাসের ১২ তারিখে কর্মদিবস শেষে তিনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। পর্ষদ থেকে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, কোম্পানির বর্তমান ব্যবসা পরিচালক (Business Director) জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন ২০১১ সালের মে মাসের ১৩ তারিখ থেকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়ার স্থলাভিষিক্ত হবেন। জনাব ভূঁইয়া দীর্ঘ ৩৬ বছর সময়কাল ধরে নিষ্ঠার সাথে কোম্পানিকে সেবা দিয়েছেন এবং কোম্পানিতে তাঁর অবদান বিশাল। আমরা যারা আজ এখানে উপস্থিত আছি তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে, এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমি অতীত দিনগুলোতে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে এই কামনাও করছি যে তিনি যেন তাঁর বাকী জীবন সাফল্যের সাথে ও উত্তম স্বাস্থ্য নিয়ে কাটাতে পারেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে জনাব মতিনের নিয়োগ, যা ২০১১ সালের ১৩ মে থেকে শুরু হবে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক কালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ এশিয়ার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতের জন্য প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের পূর্বাঞ্চল, নেপাল ও ভুটানের সাথে ট্রানজিট সুবিধা চালুর সাথে আমাদের জন্যও নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। অন্যদিকে, সরকার ঢাকা মহানগরী ঘিরে এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রো রেলের মত বিশাল বিশাল প্রকল্পের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে, বেসরকারি খাতে অনেক অনেক নতুন উদ্যোগ, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতের নতুন নতুন উদ্যোগ যেগুলো বিবেচনাধীন আছে সেগুলোও আপনাদের কোম্পানির জন্য ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, লিন্ডে গ্রুপের নতুন উদ্যোগ প্রজেক্ট অ্যাসার্ট আগামী বছরগুলোতে কোম্পানির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে ধীরগতির উত্তরণ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব, বিশেষ করে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সত্ত্বেও আমি দেশের ব্যবসা পরিবেশে উন্নতি ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী। সরকার আন্তরিকভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবসা পরিবেশে উন্নতি আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা টিম এই সব বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগসমূহ থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

যেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার অর্জিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিবেচনা করা হবে। অবশ্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে, সকল বিনিয়োগ প্রস্তাব স্বাভাবিক কারণেই গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বোর্ড সদস্য ও শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের দেওয়া সমর্থনের জন্য এবং ইতিমধ্যে আমি কোম্পানির যেসব সাফল্যের কথা বলেছি সেসব সাফল্য অর্জন সম্ভব করে তোলার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আমি যথারীতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের গ্রাহক, সরবরাহকারী, ব্যাংকার, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের কাছেও ঋণী এবং আমি তাঁদেরকেও আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মাধ্যমে আমি আমার বিবৃতির ইতি টানতে চাই। আমি ১৯৯২ সালে প্রথম বিওসি বাংলাদেশ লিমেটেডের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমন্ত্রিত হই (তখন এই কোম্পানির নাম ছিল বিওএল)। সেই সভা থেকে হিসেব শুরু করলে, আজ এই দেশের সর্বাধিক সম্মানিত কোম্পানিগুলোর একটির শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপনা স্টাফদের সাথে এটা আমার ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় আমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন দেখেছি, মালিকানায় পরিবর্তন দেখেছি, ব্যবস্থাপনা চর্চায় পরিবর্তন দেখেছি, এবং এরকম আরও অন্যান্য পরিবর্তন দেখেছি। তবে আমি আস্থার সঙ্গে একথা বলতে পারি যে এসব পরিবর্তন আমাদের কোম্পানিকে নতুন নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং আমাদের শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ক্রমেই উত্তমতর ফলাফল বয়ে এনেছে। সময়ে সময়ে আমি দেখেছি, লিন্ডে গ্রুপের প্রবর্তন করা নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের সাথে কোম্পানির শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ ব্যবস্থাপনা স্টাফদের খাপ খাইয়ে নিতে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে। তবে আমি যতদূর দেখতে পাই আমার মনে হয়, সব কিছু এখন একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে।

আমার জন্য গত ২০ বছর ছিল কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণের এবং বোর্ড সদস্য ও উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা টিমের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার কাল। আমার দাপ্তরিক ক্ষেত্রে এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও বিওসির স্টাফ সদস্যদের নিকট থেকে আমি যে সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। আমি তাঁদেরকে আমার সবিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আমি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না যে আপনাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পরও, কিছুকালের জন্য, আমি আপনাদের কাছ থেকে সহায়তা কামনা থেকে বিরত থাকব।

আমি অত্যন্ত খুশি মনে আমাদের বিশিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে, দীর্ঘদিন ধরে আমি যাঁদের ভালবাসা ও শুভাশীষ লাভ করেছি, তাঁদেরকে এটাও জানাতে চাই যে, কোম্পানির একজন নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আমার পদত্যাগের / অবসরের পর আমার স্থলে দেশের পেশাগত সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট নারী যোগদান করবেন। তিনি হলেন মিস পারভীন মাহমুদ, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের সভাপতি। তাঁর সর্বশেষ নিযুক্তি ছিল পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে, যেখানে তিনি যথাযথভাবেই তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার কোন সন্দেহ নেই, বোর্ডে এই মূল্যবান সংযোজন আমাদের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ উষ্ণ স্বাগত জানাবে। আসুন, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে মিস পারভীন মাহমুদকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাই – যদিও নিয়ম অনুসারে তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদনের ভিত্তিতে এই বার্ষিক সাধারণ সভার পরপরই তাঁর প্রথম বোর্ড সভায় যোগদান করবেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন এবং চিরদিন এই কোম্পানিরও মঙ্গল করুন।

এম সাইদুজ্জামান
১০ মার্চ ২০১১

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

পরিচালকমন্ডলী ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত।

কোম্পানি শিল্প ও চিকিৎসা খাতে ব্যবহৃত গ্যাস, ওয়েল্ডিং যন্ত্রপাতি ও পণ্য এবং কিছু কিছু চিকিৎসা পণ্য ও সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশের প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে তার অবস্থান অক্ষুণ্ন রেখেছে।

ব্যবসা কার্যক্রম

গত বছর কোম্পানির প্ল্যান্টসমূহের যে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল তা দ্বারা শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান গ্যাসসমূহের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে বিধায় বছরটিতে কোম্পানীর ব্যবসা কার্যক্রম বড় ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। সবগুলো প্ল্যান্টই সাবলীলভাবে চলেছে। তবে, লিন্ডে গ্রুপের নীতি অনুসরণ করে নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ASU প্ল্যান্টে রক্ষণাবেক্ষণের কিছু রুটিন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বছরটিতে দুটো ওয়াওকেশা জেনারেটরে বড় ধরনের মেরামত কাজ করা হয়েছে, যার ফলে এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা বেড়েছে এবং এগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে। এম এস ইলেক্ট্রোডের উচ্চ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে মেয়াদ অতিক্রম করে যাওয়া হ্যাভলক ইলেক্ট্রোড প্ল্যান্ট পুনরায় চালু করা হয়েছে। অ্যাসিটিলিন ও নাইট্রাস অক্সাইডের চাহিদা স্থিতিশীল ছিল।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে তেজগাঁও কারখানায় ৫,৩২০ মেট্রিক টন বার্ষিক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন কার্বন ডাইঅক্সাইড প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এম এস ইলেক্ট্রোডের বর্ধিত চাহিদার সাথে তাল মেলাতে রূপগঞ্জে ৭,৭০০ মেট্রিক টন বার্ষিক ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্ল্যান্টটিতে উৎপাদন শুরু হবে।

আর্থিক ফলাফল

কোম্পানীর অর্জিত বিক্রয় বা ব্যবসায় ১৭% বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ববর্তী বছরের ২,৭৪২, ৮১৬,৭১৮ টাকা হতে আলোচ্য বছরে দাঁড়িয়েছে ৩,১৯৯,৩৭৪,৬৪৭ টাকায়। এই বৃদ্ধি ঘটেছে মূলতঃ এম এস ইলেক্ট্রোডের বিক্রয় বৃদ্ধির কারণে।

বছরটিতে কোম্পানির লাভজনকতা নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে। বিক্রয় বৃদ্ধি ১৭% হলেও কোম্পানির ব্যবসাসমূহের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬%। কাঁচামালের অনুকূল মূল্য, প্রধান প্রধান তৈরি পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিসহ স্থায়ী ব্যয় আরও কমিয়ে আনা, এবং সার্বিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ফলে মুনাফার এই বৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অনাদায়ী দেনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অনুমোদন এবং কিছু স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে দেওয়ার ফলেও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির করপূর্ব মুনাফা সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছে হয়েছে ৯০৩,২৫৬,৪৪৬ টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যা ছিল ৭৭২,৬১১,৬৬৪ টাকা। উপরোক্ত নিয়ামকসমূহের পাশাপাশি সুদ বাবদ উচ্চতর আয় অর্জনের কারণেও মুনাফার এই রেকর্ড বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

গত বছর চলতি মূলধনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক ছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছর কোম্পানির হাতে এবং আমদানী পথে অধিক পরিমাণে ওয়েল্ডিং কাঁচামাল থাকায় এই কাঁচামালের মজুদ ৩০% বৃদ্ধি পায়। বাজারে ইলেক্ট্রোডের বর্ধিত চাহিদা পূরণ কল্পে বর্ষ-শেষ মজুদের মাত্রা পূর্বের তুলনায় বেশি রাখা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলো তহবিল সীমাবদ্ধতার কারণে সাম্প্রতিক বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছর বকেয়ার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। নেটওয়ার্কিং মূলধনের সার্বিক বৃদ্ধির মাত্রা কেবল ৫%-এ সীমিত রেখে, বর্তমান দায়সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মজুদ ও দেনাদারদের মাত্রায় যে বৃদ্ধি ঘটেছে তার ক্ষতিপূরণ ভালভাবে করা হয়েছে।

লভ্যাংশ

আপনারা অবগত আছেন যে আলোচ্য বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ২৫.০০ টাকা (২৫০%) অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৩৮০,৪৫৭,০০০ টাকা। উল্লেখ্য, বিগত বছর ২০০৯ সালে অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শেয়ার প্রতি ১০.০০ টাকা (১০০%) এবং তার মোট পরিমাণ হয়েছিল ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা।

পরিচালকমন্ডলী আলোচ্য বছরের জন্য, বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, শেয়ার প্রতি ১০.০০ টাকা (১০০%) চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন, যার মোট পরিমাণ ১৫২,১৮২,৮০০ টাকা (২০০৯ সালের জন্য যা ছিল ১১৭,১৮০,৭৫৬ টাকা)। সে অনুসারে আলোচ্য বছরের জন্য শেয়ার প্রতি মোট লভ্যাংশ দাঁড়াবে ৩৫০%-এ এবং লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ হবে ৫৩২,৬৩৯,৮০০ টাকা (২০০৯ সালের জন্য যা ছিল ২৬৯,৩৬৩,৫৫৬ টাকা)।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকমন্ডলী আলোচ্য বছরে অর্জিত মুনাফা থেকে ৬৬৮,০৬৭,৭৭১ টাকা সাধারণ সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাব করেছেন। BAS-19 অনুযায়ী, একচুয়ারিয়াল মূল্য নির্ধারণ মোতাবেক পেনশন তহবিলের ঘাটতি প্রদর্শনের জন্য পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে সংরক্ষিত তহবিল থেকে ১৩,৪৬৬,০০০ টাকা সমন্বয় করা হয়।

পরিচালকবৃন্দ

কোম্পানির বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৩ পৃষ্ঠা থেকে ৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জনাব এম সাইদুজ্জামান, জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান এবং জনাব এম নাজমুল হোসেন কোম্পানি সংঘবিধির ৮১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন। জনাব এম সাইদুজ্জামান পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান এবং জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন যোগ্য বিধায় পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

কর্পোরেট শাসনব্যবস্থা

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি নম্বর SEC/CMRRCD/2006-158/Admin/02-08, তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপর নিয়ন্ত্রণমূলক/আইনগত তথ্যাদি প্রদান করা হয়।

পরিচালকবৃন্দ এই মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করেন যে:

- কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী কোম্পানীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থের প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিমাণ পরিবর্তন-এই সকল বিষয়ে একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ চিত্র তুলে ধরেছে।
- আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ বই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞজনোচিত।

- আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ বিধি (আইএএস)-এর মান ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিকল্পনাগতভাবে ছিল সুষ্ঠু ও সঠিক, এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর পরিবীক্ষণও করা হয়েছে।

- একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানীর টিকে থাকার সামর্থ্য নিয়ে উখেল্লযোগ্য কোন সন্দেহ বা সংশয় নেই।

- পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলের তুলনায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বিষয়গুলো হিসাবরক্ষণ বিষয়ক উপস্থাপনা ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী তিন বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক বিষয়ক প্রধান প্রধান উপাত্তসমূহ, বোর্ডের সভা সংক্রান্ত তথ্য, নিরীক্ষা কমিটির সভাসমূহ সম্বন্ধে তথ্য, শেয়ারহোল্ডিং-এর ধরণ, ও আইনগত নির্দেশনা পালন বিষয়ক প্রতিবেদন পরিশিষ্ট ১ হতে ৪-এ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষক নিয়োগ

নিরীক্ষক রহমান রহমান হক যোগ্য বিধায় পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে,
১০ মার্চ ২০১১

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া
ব্যবস্হাপনা পরিচালক

এম সাইদুজ্জামান
পরিচালক ও সভাপতি

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

সভাপতি	জনাব আইয়ূব কাদরি	পরিচালক
সদস্য	জনাব বিনোদ পাটওয়ারী	পরিচালক
সদস্য	জনাব লী বন হিয়ান	পরিচালক
সদস্য	জনাব লতিফুর রহমান	পরিচালক
সচিব	জনাব এম নাজমুল হোসেন	পরিচালক
	জনাব ইন্দ্রজিত মিত্র	কান্ট্রি প্রধান, ইন্টারনাল অডিট ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশ, ইন্টারনাল অডিট এশিয়া/প্যাসিফিক

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

সভাপতি	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE	ব্যবস্হাপনা পরিচালক
সদস্য	জনাব ইরফান এস মতিন	বিজনেস ডিরেক্টর
সদস্য	জনাব এম নাজমুল হোসেন	ফিন্যান্স ডিরেক্টর
সদস্য	জনাব ফিরোজ এ সিদ্দিকী	জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস
সদস্য	জনাব কাজী হাসান শরীফ	জেনারেল ম্যানেজার, অপারেশনস
সদস্য	জনাব মোহাম্মদ আবু শায়ের	আই এস ম্যানেজার
সদস্য	জনাব ইফতেখার করিম	হসপিটাল কেয়ার, ম্যানেজার
সদস্য	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন	শিকিউ ম্যানেজার

পরিশিষ্ট -১

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী তিন বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান প্রধান উপাত্তসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
		১২ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের	১২ মাসের
রেভিনিউ	(টাকা'০০০)	২,০০০,১৭২	২,৪৯৮,৫৮৩	২,৭৪২,৮১৭	৩,১৯৯,৩৭৫
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৩৫০,১৫৫	৪৫৭,৭৪০	৭৭২,৬১১	৯০৩,২৫৬
কর বরাদ্দ	"	৮৯,১৭১	১১৬,১০৬	১৮১,৯৭২	২৪১,৩২০
বিলম্বিত কর	"	-২,৬৬৭	-১৭,৭০৮	-১৯,২৩১	-৬,১৩২
আয়	"	২৬৩,৬৫১	৩৫৯,৩৪২	৬০৯,৮৭০	৬৬৮,০৬৮
লভ্যাংশ	"	১০৬,৫২৮	১১৭,১৮১	১১৭,১৮১	১৫২,১৮৩
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ	"	-	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	৩৮০,৪৫৭
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	১,১৯৫,৯১৪	১,৩১২,৫৪৬	১,৬৬৬,১৭৭	১,৮২৩,১৪১
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	১,৩৯৪,২৭৮	১,৫১০,৯১০	১,৮৩৮,৫৩৪	১,৯৯৫,৪৯৮
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,০০৪,১২১	৯৬১,১৭৮	৯২২,৭৩৫	১,০৪৩,৫৫২
অবচয়	"	১৩৪,৩৮৬	১৩৫,৪৬৬	১৩৬,৩২১	১৩২,৭৬৯
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	১৭.৩২	২৩.৬১	৪০.০৮	৪৩.৯০
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	"	৭.০০	১৭.৭০	১৭.৭০	৩৫.০০
লভ্যাংশ (%)		৭০	১৭৭	১৭৭	৩৫০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	৯১.৬২	৯৯.২৮	১২০.৮১	১৩১.১৩
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	"	২২.১৬	২৫.১১	৬৮.৪১	৪৫.৪৫

পরিশিষ্ট-২

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নাম:	হোল্ডিংস		
	২০০৮	২০০৯	২০১০
জনাব এম সাইদুজ্জামান (সভাপতি)	৩০	৩০	৩০
জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (প্রধান নির্বাহী অফিসার) এবং	৪৪	৪৪	৪৪
স্ত্রী (ফলিও # এস০৬০৬)	৪৪	৪৪	৪৪
জনাব আজিজুর রশিদ (পদত্যাগ করেন ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে)	৪৪	৪৪	৪৪
জনাব লতিফুর রহমান (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১০	১০	১০
জনাব আইয়ূব কাদরী (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১০	১০	১০
জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন (নির্বাহী পরিচালক) এবং	১২	১২	১২
স্ত্রী (ফলিও # এন০০১৮)	১২	১২	১২
জনাব এম নাজমুল হোসেন (প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব, জনাব আজিজুর রশিদ-এর স্হলে পরিচালক হিসেবে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগদান করেন)	৩	৩	৩
নির্বাহীবৃন্দের নাম:			
জনাব কাজী হাসান শরীফ	৩৭	৩৭	৩৭
জনাব মোহাম্মদ আবু শায়ের	৩৭	৩৭	৩৭
স্ত্রী (ফলিও # এফ০৩৩৫)	১০০	১০০	১০০
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮

পরিশিষ্ট-৩

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৫ বার সভাতে মিলিত হন ।

	পরিচালকবৃন্দের নামঃ	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব এম সাইদুজ্জামান-সভাপতি	৪
২	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE	৫
৩	জনাব লী বন হিয়ান	৫
৪	জনাব সঞ্জীভ লাম্বা	-
৫	জনাব বিনোদ পাটওয়ারী	-
৬	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (পদত্যাগ করেন ২০১০ সালের জুলাই মাসে)	৩
৭	জনাব মোঃ ফায়েকুজ্জামান (জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির-এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ২০১০ সালের জুলাই মাসে যোগদান করেন)	১
৮	জনাব আইয়ূব কাদরী	৫
৯	জনাব লতিফুর রহমান	২
১০	জনাব আজিজুর রশিদ	৫
১১	জনাব ইরফান শিহাবুল মতিন	৫

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৩ বার সভা অনুষ্ঠিত হয় । লিন্ডে গ্রুপের ইন্টারনাল অডিট -এর প্রধান একটি সভাতে অংশগ্রহণ করেন ।

	সদস্যবৃন্দের নামঃ	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ূব কাদরী- সভাপতি (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৩
২	জনাব লী বন হিয়ান - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেষ্টর হতে মনোনিত	৩
৩	জনাব বিনোদ পাটওয়ারী- পরিচালক কর্পোরেট ইনভেষ্টর হতে মনোনিত	-
৪	জনাব লতিফুর রহমান (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১

পরিশিষ্ট-৪

সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি # SEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/এডমিন/০২-০৮ তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী , ২০০৬ অনুযায়ী পরিপালনীয় বিষয়গুলি ।

শর্ত নং	নাম	পরিপালনীয় অবস্হা
১.১	বোর্ড সদস্যের সংখ্যাঃ বোর্ড সদস্যের সংখ্যা ৫ (পাঁচ) জনের কম নয় এবং ২০ (বিশ) জনের বেশী নয়	পালিত হয়েছে
১.২(i)	স্বতন্ত্র পরিচালকঃ ১০ জনের মধ্যে কমপক্ষে ১ (একজন) জন	পালিত হয়েছে
১.২(ii)	নির্বাচিত পরিচালকদের দ্বারা স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগদান	পালিত হয়েছে
১.৩	আলাদা আলাদা ভাবে বোর্ডের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহীর দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিস্কারভাবে লিখিত হতে হবে	পালিত হয়েছে
১.৪	**পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে শেয়ারহোল্ডারদের বিষয়ঃ**	
১.৪(ক)	আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচছতা	পালিত হয়েছে
১.৪(খ)	সঠিক হিসাবরক্ষণ বইয়ের পরিপালন	পালিত হয়েছে
১.৪(গ)	সঠিক হিসাব বইয়ের পলিসির মূল্যানুমানের অবলম্বন	পালিত হয়েছে
১.৪(ঘ)	আন্তর্জাতিক প্রযোজ্য হিসাবের মান (আইএএস) অনুযায়ী পরিপালনীয়	পালিত হয়েছে
১.৪(ঙ)	সঠিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	পালিত হয়েছে
১.৪(চ)	সামর্থ্যের সাথে ব্যবসায়ের চলমানধারা বজায় রাখা	পালিত হয়েছে
১.৪(ছ)	গতবছরের উল্লেখযোগ্য চ্যুতি	পালিত হয়েছে
১.৪(জ)	গত তিন বছরের তথ্য উপস্থাপন	পালিত হয়েছে
১.৪(ঝ)	লভ্যাংশ ঘোষণা	প্রযোজ্য নহে
১.৪ (ঞ)	বোর্ড সভাসমূহের বিবরণ	পালিত হয়েছে
১.৪(ট)	শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন	পালিত হয়েছে
২.১	প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার, অভ্যন্তরীণ অডিটপ্রধান এবং কোম্পানী সচিব প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে দায়দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিস্কারভাবে লিখিত হতে হবে	পালিত হয়েছেঃ প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব একই ব্যক্তি নিয়োগদান পেয়েছেন
২.২	প্রধান ফাইনান্সসিয়াল অফিসার এবং কোম্পানী সচিব-এর পরিচালকবৃন্দের সভায় যোগদান	পালিত হয়েছে
৩.০০	**অডিট কমিটি**	পালিত হয়েছে
৩.১(i)	কমিটির গঠন	পালিত হয়েছে
৩.১(ii)	বোর্ডের সদস্য ও একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের মাধ্যমে কমিটির গঠন	পালিত হয়েছে
৩.১(iii)	কমিটিতে আকস্মিক সদস্যের শূন্যপদ পূরণ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.২(i)	কমিটির সভাপতি	পালিত হয়েছে
৩.২(ii)	কমিটির সভাপতির পেশাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা	পালিত হয়েছে
৩.৩.১(i)	বোর্ড সদস্যদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা	পালিত হয়েছে
৩.৩.১(ii)(ক)	বোর্ড সদস্যদের কাছে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেষ্ট প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.৩.১(ii)(খ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে যে কোন জালিয়াতি বা অনিয়ম বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.৩.১(ii)(গ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে আইন ভংগ বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.৩.১(ii)(ঘ)	বোর্ড সদস্যদের কাছে অন্যান্য যে কোন বিষয়ক প্রতিবেদন পেশ করা	পালিত হয়েছে
৩.৩.২	কমিশনের যোগ্য বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৩.৪	শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উপর প্রতিবেদন পেশ করা	প্রযোজ্য নহে
৪.০০	**বহিঃস্থ/সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকবৃন্দ**	
৪.০০(i)	এপ্রাইজাল বা মূল্যায়নে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(ii)	আর্থিক তথ্য তৈরি বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(iii)	হিসাবরক্ষণ তৈরি বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(iv)	ব্রোকার/ডিলার সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(v)	একচুরিয়াল সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(vi)	অভ্যন্তরীণ অডিট বিষয়ে সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে
৪.০০(vii)	অন্যান্য যে কোন সার্ভিসের সহিত সম্পৃক্ততা না থাকা	পালিত হয়েছে

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি অডিটরদের প্রতিবেদন

ভূমিকা

আমরা এতদসঙ্গে যুক্ত বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর (এরপর 'কোম্পানি' নামেও অভিহিত) আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি। আর্থিক বিবরণীগুলোর মধ্যে রয়েছে : ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবরণী, এবং সেই তারিখে সমাপ্ত বছরের কমপ্রিহেনসিভ আয় বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তন বিবরণী এবং নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী। প্রতিবেদনে আরো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুসৃত উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকা এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর সাবসিডিয়ারির সকল সম্পর্কযুক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহের একত্রিত রূপ (related consolidated financial statements)।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত মানসমূহ (Bangladesh Financial Reporting Standards বা সংক্ষেপে BFRS), কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ বিধিমালা ১৯৮৭ (Securities and Exchange Rules 1987) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুসরণে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা এবং সেগুলো নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে: প্রতারণা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য (material misstatement) থেকে মুক্ত আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ; যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ নির্বাচন ও প্রয়োগ; এবং পরিস্থিতি অনুসারে যুক্তিসঙ্গত হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন।

নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

"আমাদের দায়িত্ব হলো নিরীক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির উপরোক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রদান করা। আমরা বাংলাদেশ নিরীক্ষাকর্ম পরিচালনা মানসমূহ (Bangladesh Standards on Auditing বা সংক্ষেপে BSA) অনুসরণে আমাদের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছি। এইসব মান অনুযায়ী আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট নৈতিক শর্তসমূহ পরিপালন করতে হয় এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য রয়েছে কি না সেই মর্মে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে নিরীক্ষা কাজ পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করতে হয়।

কোনো আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা করার কাজে, সেই বিবরণীতে অর্থের যেসব পরিমাণ উল্লেখিত থাকে এবং যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আবশ্যক প্রমাণাদি পেতে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নিরীক্ষায় কোন কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার নির্বাচন নির্ভর করে নিরীক্ষকদের বিবেচনার উপর এবং, সেই সাথে, আর্থিক বিবরণীতে প্রতারণা কিংবা ভুলের কারণে সৃষ্ট কোনো মৌলিক ভ্রান্ত তথ্য থাকার ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর। এই ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেই যাতে করে পরিস্থিতি অনুসারে আমরা যথাযথ নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারি; উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতটা কার্যকর সে বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের জন্য আমরা তা বিবেচনায় নেই না। প্রতিষ্ঠান যেসব হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সেগুলোর যথার্থতা এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব হিসাবরক্ষণমূলক প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সেগুলোর যুক্তিগ্রাহ্যতা মূল্যায়নও নিরীক্ষা কাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে, নিরীক্ষায় আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনও মূল্যায়ন করা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য যেসব প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি সেগুলো আমাদের প্রদত্ত নিরীক্ষা মতামতের ভিত্তি গঠনে যথেষ্ট ও যথার্থ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS) প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি এবং সে সময়ের মধ্যে সমাপ্ত বছরের কোম্পানীর কার্যক্রম ও নগদ প্রবাহের ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত কোম্পানী এবং ইহার সাবসিডিয়ারীর বিষয়ক অবস্থার একটি সত্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদন এবং এই বিবরণী কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।
আমাদের প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করছি যে,

ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানীর ইহার সাবসিডিয়ারির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই কোম্পানীর রয়েছে।

গ) প্রতিবেদনে প্রকাশিত কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণ (ব্যালান্সশিট) এবং কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ (লাভ ও লোকসান)-এর বিবরণ, হিসাব ও বিবরণী বই-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং

ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানীর এবং ইহার সাবসিডিয়ারী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১১

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে:			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৫	১,০৪৩,৫৫২	৯২২,৭৩৫
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৬	৪,৭৬৬	৫,৮৭৬
সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে বিনিয়োগ	৭	২০	২০
মোট যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		**১,০৪৮,৩৩৮**	**৯২৮,৬৩১**
চলতি সম্পত্তিসমূহ:			
মজুদ সামগ্রী	৮	৩৬১,৪৭৮	২৭৮,৯৩৮
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	৯	২০০,১০৩	১৫৪,৪০৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১০	১১৭,৬৪১	১০৭,১৫৮
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১১	১,০৭৪,৪১৪	১,১১৬,৮৭৫
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ		**১,৭৫৩,৬৩৬**	**১,৬৫৭,৩৮০**
মোট সম্পত্তিসমূহ		**২,৮০১,৯৭৪**	**২,৫৮৬,০১১**
ইক্যুইটি ও দায়সমুহ			
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি:			
শেয়ার মূলধন	১২	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	১৩	২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	১৪	১,৮২৩,১৪১	১,৬৬৬,১৭৭
মোট ইক্যুইটি		**১,৯৯৫,৪৯৮**	**১,৮৩৮,৫৩৪**
যে দায়সমূহ চলতি নহে:			
কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধাদি	১৫	১১৪,৩৯২	৮১,৫০৬
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৬	৬৪,৯৩৯	৭১,০৭১
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৭	১৬৫,৬৪৬	১৬৫,৭৮১
মোট যে দায়সমূহ চলতি নহে		**৩৪৪,৯৭৭**	**৩১৮,৩৫৮**
চলতি দায়সমূহ:			
বাণিজ্যিক পাওনাদার	১৮	৫৯,৩৬০	৪৮,৯৫০
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	১৯	২০৬,৮০১	১৭৫,৬৯৯
বিবিধ পাওনাদার	২০	৫৫,২৩৭	৭৪,৮৬৭
কর বরাদ্দ (নীট আগাম কর পরিশোধ)	২১	১৪০,১০১	১২৯,৬০৩
মোট চলতি দায়সমূহ		**৪৬১,৪৯৯**	**৪২৯,১১৯**
মোট দায়সমূহ		**৮০৬,৪৭৬**	**৭৪৭,৪৭৭**
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		**২,৮০১,৯৭৪**	**২,৫৮৬,০১১**

১-৪২ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

এম সাইদুজ্জামান
সভাপতি

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১১

কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
রেভিনিউ	২২	৩,১৯৯,৩৭৫	২,৭৪২,৮১৭
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২৩	(১,৮৫৭,৫৩১)	(১,৬৩৩,০৭২)
মোট মুনাফা		**১,৩৪১,৮৪৪**	**১,১০৯,৭৪৫**
পরিচালনা ব্যয়	২৪	(৫২০,১৪১)	(৫০৫,০৪৬)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		**৮২১,৭০৩**	**৬০৪,৬৯৯**
ইজারা ভূমি বিক্রয়ের উপর লাভ		-	১১০,০৫০
অন্যান্য বাবদ আয়	২৫	১৭,৬০২	(১,৩৫১)
সুদ বাবদ আয়, নীট	২৬	৬৩,৯৫১	৫৯,২১৩
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা	২৭	**৯০৩,২৫৬**	**৭৭২,৬১১**
কর বরাদ্দ	২৮	(২৩৫,১৮৮)	(১৬২,৭৪১)
এ বছরের নীট মুনাফা		**৬৬৮,০৬৮**	**৬০৯,৮৭০**
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়:			
নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমুহে একচুরিয়্যাল ক্ষতি	১৫.১.৪	(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)		(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		**৬৫৪,৬০২**	**৫৯৬,৯৮৮**
শেয়ারপ্রতি আয়:			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	২৯	**৪৩.৯০**	**৪০.০৮**

১-৪২ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এম সাইদুজ্জামান
সভাপতি

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১১

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

	শেয়ার মূলধন	পুনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারী ২০০৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৪৬,১৮১	১,৩১২,৫৪৬	১,৫১০,৯১০
পুনঃমূল্যায়িত সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে				
পুনঃমূল্যায়নবাবদ উদ্বৃত্ত স্থানান্তর	-	(২৬,০০৭)	২৬,০০৭	-
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(২৬৯,৩৬৪)	(২৬৯,৩৬৪)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়:				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬০৯,৮৭০	৬০৯,৮৭০
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১২,৮৮২)	(১২,৮৮২)
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৬৬৬,১৭৭**	**১,৮৩৮,৫৩৪**
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৪৯৭,৬৩৮)	(৪৯৭,৬৩৮)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়:				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৬৮,০৬৮	৬৬৮,০৬৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১৩,৪৬৬)	(১৩,৪৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৮২৩,১৪১**	**১,৯৯৫,৪৯৮**

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
বিক্রয় হতে গ্রহণ		৩,১৫৩,৬৮১	২,৭৩০,৪১৫
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		(৩,২১৬)	১৩২,৪৫১
মালামাল এবং সেবা সরবরাহের জন্য প্রদান		(২,২৯৯,৬৯৮)	(১,৭২৩,০৯৮)
নীট সুদ গ্রহণ		৭১,৭২৯	৩৮,৭৬৫
আয়কর প্রদান	২১	(২৩০,৮২২)	(১৩৭,৫০৬)
		৬৯১,৬৭৪	**১,০৪১,০২৭**
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
* সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান		(২৬০,৪০৮)	(৯৭,২১৫)
একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	৬	(৪৯৮)	(১,৮১৬)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৩৪	২৪,৪২৪	১১,৯১৮
		(২৩৬,৪৮২)	**(৮৭,১১৩)**
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সাবসিডিয়ারী কোম্পানীকে প্রদান		(১৫)	(৪৩)
ফাইন্যান্স লীজ প্রদান		-	(২,২৩৩)
লভ্যাংশ প্রদান		(৪৯৭,৬৩৮)	(২৬৯,৩৬৪)
		(৪৯৭,৬৫৩)	**(২৭১,৬৪০)**
আলোচ্য বছরে নীট নগদ বৃদ্ধি		(৪২,৪৬১)	৬৮২,২৭৪
প্রারম্ভিক নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		১,১১৬,৮৭৫	৪৩৪,৬০১
সমাপনী নগদ অবস্থা এবং নগদ সমতুল্যসমুহ	**১১**	**১,০৭৪,৪১৪**	**১,১১৬,৮৭৫**
*** সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান**			
চলতি বছরে সংযোজন	৫	৩৫২,৪৫১	১৭৮,৬৪৫
নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন হতে স্থানান্তর	৫.১	(৯২,০৪৩)	(৭০,১৫৩)
মুলধনী বিষয়ে ভেন্ডরদেরকে প্রদান	২০	-	(১১,২৭৭)
		২৬০,৪০৮	**৯৭,২১৫**

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহেঃ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৫	১,০৪৩,৫৫২	৯২২,৭৩৫
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৬	৪,৭৬৬	৫,৮৭৬
মোট যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		**১,০৪৮,৩১৮**	**৯২৮,৬১১**
চলতি সম্পত্তিসমূহঃ			
মজুদ সামগ্রী	৮	৩৬১,৪৭৮	২৭৮,৯৩৮
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	৯	২০০,১০৩	১৫৪,৪০৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১০	১১৭,৬৪১	১০৭,১৫৮
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১১(এ)	১,০৭৪,৪১২	১,১১৬,৮৭৩
মোট চলতি সম্পত্তিসমূহ		**১,৭৫৩,৬৩৪**	**১,৬৫৭,৩৭৮**
মোট সম্পত্তিসমূহ		**২,৮০১,৯৫২**	**২,৫৮৫,৯৮৯**
ইক্যুইটি ও দায়সমুহ			
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটিঃ			
শেয়ার মূলধন	১২	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	১৩	২০,১৭৪	২০,১৭৪
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	১৪(এ)	১,৮২৩,৬৫৪	১,৬৬৬,৭৩৯
মোট ইক্যুইটি		**১,৯৯৬,০১১**	**১,৮৩৯,০৯৬**
যে দায়সমূহ চলতি নহেঃ			
কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধাদি	১৫	১১৪,৩৯২	৮১,৫০৬
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৬	৬৪,৯৩৯	৭১,০৭১
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৭	১৬৫,৬৪৬	১৬৫,৭৮১
মোট যে দায়সমূহ চলতি নহে		**৩৪৪,৯৭৭**	**৩১৮,৩৫৮**
চলতি দায়সমূহঃ			
বাণিজ্যিক পাওনাদার	১৮	৫৯,৩৬০	৪৮,৯৫০
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	১৯(এ)	২০৬,২৬১	১৭৫,১১০
বিবিধ পাওনাদার	২০	৫৫,২৩৭	৭৪,৮৬৭
কর বরাদ্দ (নীট আগাম কর পরিশোধ)	২১(এ)	১৪০,১০৬	১২৯,৬০৮
মোট চলতি দায়সমূহ		**৪৬০,৯৬৪**	**৪২৮,৫৩৫**
মোট দায়সমূহ		**৮০৫,৯৪১**	**৭৪৬,৮৯৩**
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		**২,৮০১,৯৫২**	**২,৫৮৫,৯৮৯**

১-৪২ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচেছদ্য অংশ ।

এম সাইদুজ্জামান
সভাপতি

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১১

কনসলিডেটেড কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
রেভিনিউ	২২	৩,১৯৯,৩৭৫	২,৭৪২,৮১৭
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২৩	(১,৮৫৭,৫৩১)	(১,৬৩৩,০৭২)
মোট মুনাফা		**১,৩৪১,৮৪৪**	**১,১০৯,৭৪৫**
পরিচালনা ব্যয়	২৪(এ)	(৫২০,১৮৫)	(৫০৫,০৮৫)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		**৮২১,৬৫৯**	**৬০৪,৬৬০**
ইজারা ভূমি বিক্রয়ের উপর লাভ		-	১১০,০৫০
অন্যান্য বাবদ আয়	২৫	১৭,৬০২	(১,৩৫১)
সুদ বাবদ আয়, নীট	২৬	৬৩,৯৫১	৫৯,২১৩
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা	২৭(এ)	**৯০৩,২১২**	**৭৭২,৫৭২**
কর বরাদ্দ	২৮(এ)	(২৩৫,১৯৩)	(১৬২,৭৪৬)
এ বছরের নীট মুনাফা		**৬৬৮,০১৯**	**৬০৯,৮২৬**
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ			
নির্ধারিত কল্যান প্ল্যানসমুহে একচুরিয়্যাল ক্ষতি	১৫.১.৪	(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)		(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		**৬৫৪,৫৫৩**	**৫৯৬,৯৪৪**
শেয়ারপ্রতি আয়ঃ			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	২৯(এ)	**৪৩.৯০**	**৪০.০৮**

১-৪২ পর্যন্ত সংযোজিত টীকাসমূহ আর্থিক বিবরণীর অবিচেছদ্য অংশ।

এম সাইদুজ্জামান
সভাপতি

ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এম নাজমুল হোসেন
কোম্পানী সচিব

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ঢাকা, ১০ মার্চ ২০১১

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

	শেয়ার মূলধন	পুনঃমূল্যায়ন খাত	সংরক্ষিত তহবিল	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারী ২০০৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৪৬,১৮১	১,৩১৩,১৫২	১,৫১১,৫১৬
পুনঃমূল্যায়িত সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে				
পুনঃমূল্যায়নবাবদ উদ্বৃত্ত স্থানান্তর	-	(২৬,০০৭)	২৬,০০৭	-
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(২৬৯,৩৬৪)	(২৬৯,৩৬৪)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬০৯,৮২৬	৬০৯,৮২৬
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১২,৮৮২)	(১২,৮৮২)
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৬৬৬,৭৩৯**	**১,৮৩৯,০৯৬**
লভ্যাংশ প্রদান	-	-	(৪৯৭,৬৩৮)	(৪৯৭,৬৩৮)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়ঃ				
এ বছরের মুনাফা	-	-	৬৬৮,০১৯	৬৬৮,০১৯
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(ক্ষতি)	-	-	(১৩,৪৬৬)	(১৩,৪৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০-এর উদ্বৃত্ত	**১৫২,১৮৩**	**২০,১৭৪**	**১,৮২৩,৬৫৪**	**১,৯৯৬,০১১**

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

		২০১০	২০০৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
বিক্রয় হতে গ্রহণ		৩,১৫৩,৬৮১	২,৭৩০,৪১৫
অন্যান্য গ্রহণ/(প্রদান)		(৩,২১৬)	১৩২,৪৫১
মালামাল, সেবা এবং পরিচালনা ব্যয় সরবরাহের জন্য প্রদান		(২,২৯৯,৭০৮)	(১,৭২৩,১৪১)
নীট সুদ গ্রহণ		৭১,৭২৯	৩৮,৭৬৫
আয়কর প্রদান	২১	(২৩০,৮২৭)	(১৩৭,৫০৬)
		৬৯১,৬৫৯	**১,০৪০,৯৮৪**
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
* সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান		(২৬০,৪০৮)	(৯৭,২১৫)
একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	৬	(৪৯৮)	(১,৮১৬)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৩৪	২৪,৪২৪	১১,৯১৮
		(২৩৬,৪৮২)	**(৮৭,১১৩)**
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
ফাইন্যান্স লীজ প্রদান		-	(২,২৩৩)
লভ্যাংশ প্রদান		(৪৯৭,৬৩৮)	(২৬৯,৩৬৪)
		(৪৯৭,৬৩৮)	**(২৭১,৫৯৭)**
আলোচ্য বছরে নীট নগদ বৃদ্ধি		(৪২,৪৬১)	৬৮২,২৭৪
প্রারম্ভিক নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ		১,১১৬,৮৭৩	৪৩৪,৫৯৯
সমাপনী নগদ অবস্থা এবং নগদ সমতুল্যসমুহ	১১(এ)	**১,০৭৪,৪১২**	**১,১১৬,৮৭৩**
*** সম্পত্তি, প্লান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান**			
চলতি বছরে সংযোজন	৫	৩৫২,৪৫১	১৭৮,৬৪৫
নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন হতে স্থানান্তর	৫.১	(৯২,০৪৩)	(৭০,১৫৩)
মুলধনী বিষয়ে ভেন্ডরদেরকে প্রদান	২০	-	(১১,২৭৭)
		২৬০,৪০৮	**৯৭,২১৫**

হিসাবের টীকাসমূহ

২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানীর পরিচিতি

বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানী এবং কোম্পানীজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে কোম্পানীটি শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কোম্পানীটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ। শুরু হতেই বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী। যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-এর সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানী লিন্ডে এজি (Linde AG)।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানীর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানী আয় করে থাকে।

২. প্রস্তুতের ভিত্তি

২.১ অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের বাংলাদেশী মান অনুযায়ী (BAS) এবং বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানীর আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

১ জানুয়ারী ২০১০ হতেই সঠিক হিসাবের আইন ও বিধি মোতাবেক এই আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে গিয়ে নতুনভাবে নিম্নের বাংলাদেশী মান অনুযায়ী (BAS)/ বাংলাদেশ আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (BFRS) পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

BAS/BFRS এর সম্পর্কিত টাইটেল	কার্যকর এবং প্রয়োগের তারিখ
BAS ১ : আর্থিক বিবরণীসমূহের উপস্থাপন (সংশোধিত ২০০৮)	১ জানুয়ারী ২০১০
BAS ৩২: আর্থিক দলিলসমূহ: উপস্থাপন	১ জানুয়ারী ২০১০
BAS ৩৯: আর্থিক দলিলসমূহ: স্বীকৃতি ও পরিমাপ	১ জানুয়ারী ২০১০
BFRS ৭: আর্থিক দলিলসমূহ: ডিসক্লোজারস্	১ জানুয়ারী ২০১০

২.২ আর্থিক বিবরণীসমূহের অনুমোদনের তারিখ

পরিচালকবৃন্দ এই আর্থিক বিবরণীসমূহ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ মার্চ ২০১১-এ অনুমোদন দান করেন।

২.৩ পরিমাপের ভিত্তি

চলমান নীতি অনুসরণে এই আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা ঐতিহাসিক ব্যয় সংক্রান্ত কনভেনশন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে পুনঃমূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কোন কোন সম্পদ, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামাদি এবং পেনশন প্ল্যানকে সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে করার লক্ষে উপরোক্ত কনভেনশনের পরিবর্তিত ধরন ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৪ আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানীর ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে।

২.৫ আনুমানিক হিসাবাদি ও বিবেচনাসমূহের (JUDGEMENTS) ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং তৎসম্পর্কিত ধারণাসমূহ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ামকের উপর নির্ভর করে যেগুলো পরিস্থিতির বিচারে যৌক্তিক হিসাবে ধরা হয়; এই ধরনের অভিজ্ঞতা ও নিয়ামকের ফলাফল অন্যান্য উৎস হতে তাৎক্ষণিকভাবে আলাদা করা যায় না এমন ধরনের সম্পদ ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনা করার ভিত্তি গঠন করে। এই ধরনের আনুমানিক হিসাবাদি হতে প্রকৃত ফলাফলসমূহ ভিন্ন হতে পারে।

আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি পুনর্বিবেচনা বিষয়টি ঐ সময়ের জন্য গণ্য করা হয় যে সময়ের মধ্যে আনুমানিক হিসাবাদি পুনর্বিবেচনা করা হয়, যদি এ পুনর্বিবেচনা কেবলমাত্র সেই সময়কে, অথবা যদি উক্ত পুনর্বিবেচনা চলতি ও ভবিষ্যত উভয় সময়কেই প্রভাবিত করে, সেক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সময়ে ও ভবিষ্যত সময়ে প্রভাবিত করে।

বিশেষ করে, আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত পরিমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে এমন ধরনের হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনুমানিক হিসাব ও বিবেচনাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সম্বন্ধে তথ্য নিম্নলিখিত টীকাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে:

টীকা ৯.১	:	সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দ
টীকা ১৫.২	:	গ্র্যাচুইটিবাবদ বরাদ্দ
টীকা ১৬	:	বিলম্বিত কর দায়সমূহ
টীকা ১৯	:	খরচ বাবদ পাওনাদার ও প্রদেয় খরচ
টীকা ২১	:	কর বরাদ্দ

২.৬ প্রতিবেদনের সময়

কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এক বছরের, যাহা জানুয়ারী মাসের ১ তারিখ হতে ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময়ের।

৩. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে (অন্যথায়, বর্ণিত পদ্ধতিতে) প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩.১ বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের তারিখে বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

৩.২ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

৩.২.১ স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জিভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জিভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনর্মূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

৩.২.২ পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানী পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

৩.২.৩ অবচয়

বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লেখিত মাস ব্যবহার করে। এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গণণার ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমান ও তুলনামূলক বছরের বাস্তবিক গণণার ভিত্তিতে নিম্নে নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা :

	২০১০ বছরের	২০০৯ বছরের
লাখেরাজ দালান	৪০	৪০
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০-২০	১০-২০
মোটরগাড়ি	৫	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫-১০	৫-১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৫	৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভবনের মূল্য ইজারা বা লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে।

৩.২.৪ বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামুলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

৩.৩ অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

৩.৩.১ স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতারপ্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন BAS ৩৮ : অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

৩.৩.২ পরবর্তীকালীন ব্যয়

পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানীর অনুকুলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরনী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

৩.৩.৩ দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্চ প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫%। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরনী হিসাবে।

৩.৪ আর্থিক দলিলাদি

কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

৩.৪.১ আর্থিক সম্পদ

যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে : চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তি জনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানা জনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বাণিজ্যিক দেনাদার।

(ক) নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য

নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) বাণিজ্যিক দেনাদার

গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

৩.৪.২ আর্থিক দায়

অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তি জনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নেয়।

যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বাণিজ্যিক পাওনাদার, খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ পাওনাদার এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

৩.৫ মজুদ সামগ্রী

ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয়। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়। নীট মুনাফাযোগ্য মূল্য বলতে বোঝায় সমাপ্ত বাবদ আনুমানিক ব্যয় ও বিক্রয় বাবদ ব্যয়সমুহ ব্যতিরেকে সাধারন ব্যবসার ধারায় আনুমানিক বিক্রয়মূল্য।

পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

৩.৬ ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)

পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যাতিরেকে কোম্পানীর সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

৩.৭ বরাদ্দসমূহ

অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানীর কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

৩.৮ সম্ভাব্য ব্যয়

দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমান যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

৩.৯ আয়কর

আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সহিত। আয়করের খরচ কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৩.৯.১ বর্তমান কর

আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানীটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৪.৭৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘোষিত লভ্যাংশ পরিশোধিত মূলধনের ২০% এর বেশি হওয়ায় ১০% কর রেয়াত পাওয়া গিয়েছে। ২০১০ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.৯.২ বিলম্বিত কর

আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে BAS-12: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পূনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

৩.১০ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানী এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

৩.১১ কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধাদি

কোম্পানী-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

৩.১১.১ নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যান প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানী এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যানের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১২.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানীও সমপরিমান অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যখন কোম্পানীতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানী তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

৩.১১.২ নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমুহ

৩.১১.২.১ আনুতোষিক স্কীম

কোম্পানী তার স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য একটি তহবিলবিহীন আনুতোষিক স্কীম বা গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে যার আওতায় একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারি তার চাকুরিকালীন সময় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের উপর নির্ভর করে ভাতাসমূহ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন। কোম্পানী এর সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন তারিখ মোতাবেক সর্বাধিক অর্থ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাসমূহ গণনা করে। ২০০৭ সালের পর হতে এই প্ল্যানের জন্য কোন একচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। অবশ্য, যেহেতু গ্র্যাচুইটি বাবদ অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদি নেই, সেহেতু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে, একচুরিয়্যাল মূল্যায়ন করা হলে এতে যদি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিভাত হবে না।

৩.১১.২.২ অবসর-ভাতা স্কীম (pension scheme)

কোম্পানী এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য পেনশন স্কীম পরিচালনা করে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের চাকুরির বয়স দশ বছর হয়েছে, তারা অবসর-ভাতা বা পেনশন বেনিফিট স্কীমের সুবিধা ভোগ করবেন।

পেনশন স্কিম হলো একটি সংজ্ঞায়িত অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনা, যার অধীনে কর্মচারীদেরকে অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা হিসেবে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ তাদের আয় ও চাকুরির বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। পেনশন তহবিল 'স্বীকৃতির মানদন্ড' (recognition criteria) অনুসারে গঠিত বলে তাকে একটি সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির দায় হলো, তহবিলের শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মচারীদেরকে সম্মত কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা।

সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহের বর্তমান মূল্যমান এবং পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের ন্যায্য মূল্যমান পেশাদার অ্যাকচুয়ারি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রজেক্টেড ইউনিট ক্রেডিট (পিইউসি) পদ্ধতির সাহায্যে সংজ্ঞায়িত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহের এবং সংশ্লিষ্ট বর্তমান ও অতীত চাকুরি মূল্যের (service cost) বর্তমান মূল্যমান পরিমাপ করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের জনমিতিক ও আর্থিক চালকসমূহ (demographic and financial variables) পারস্পরিকভাবে সমর্থিত / সঙ্গতিপূর্ণ প্রাসঙ্গিক অ্যাকচুয়ারিয়াল পূর্বানুমানসমূহের (actuarial assumptions) ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অবসরকালীন কল্যাণ সুবিধা পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের ন্যায্য মূল্যমান এবং এ সংক্রান্ত দায়সমূহের বর্তমান মূল্যমানের ব্যবধানকে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বাস্তব অবস্থা অনুসারে দায় বা সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

যে হারে চাকুরি পরবর্তী কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহ ডিসকাউন্ট করা হয় তা (সেই হার) ট্রেজারি বিলের উপর আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরির তারিখে বিদ্যমান থাকা বাজার মূল্যের (market yields) নিরিখে নির্ধারিত হয়। বাজার প্রত্যাশার (market expectation) উপর ভিত্তি করে পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের প্রত্যাশিত মুনাফা পরিমাপ করা হয়। সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত মোট ব্যয়ের অন্তর্গত অংশগুলো হচ্ছে, বর্তমান চাকুরি বাবদ ব্যয় (current service cost), সুদ বাবদ ব্যয় এবং পেনশন পরিকল্পনার অধীনে থাকা সম্পদসমূহের উপর প্রত্যাশিত মুনাফা। কোম্পানির নীতি হলো, অ্যাকচুয়ারিয়াল লাভ বা লোকসান ঘটার পর অবিলম্বে তা পূর্ণাঙ্গভাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরনীতে প্রদর্শন করা।

৩.১১.৩ স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারীদের কল্যান সুবিধাদি

স্বল্প মেয়াদি কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারীদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারীদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এই ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

৩.১২ আয় বিষয়ক স্বীকৃতি

৩.১২.১ পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়

৩.১২.১.১ বিক্রিত পণ্যসমূহ

গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ন নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

৩.১২.১.২ বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি

যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারী দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

৩.১২.২ সেবাসমূহ

প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার ভাড়া নগদ অর্থের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।

৩.১২.৩ কমিশন

যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানী প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানী কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

৩.১৩ ইজারাকৃত সম্পত্তি

যেসব লীজের সুবাদে কোম্পানী সকল ধরনের ঝুঁকি মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেসব লীজ বা ইজারা আর্থিক ইজারার শ্রেণীভূক্ত। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর ইজারাকৃত সম্পত্তিটি এর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য এবং ইজারা বাবদ পরিশোধনীয় অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পত্তিটির হিসাব করা হয়।

অন্যান্য ইজারাগুলো হলো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা এবং এদেরকে কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয় না। কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার আওতায় গৃহীত অগ্রিম টাকার অর্থ অগ্রিম পরিশোধ হিসেবে দেখানো হয়।

৩.১৪ ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে বিনিয়োগকৃত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয়, ফিন্যান্স লীজ এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

৩.১৫ আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন

বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড এর পুরোপুরি অধিকৃত একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী। বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ নীতিমালার (BAS) ২৭নং (কনসলিডেটেড এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ) বিধি অনুযায়ী সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীর সাথে একত্রিত করা হয়েছে। আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সেস এবং আন্তঃগ্রুপ লেন-দেন হতে উদ্ভূত অহস্তান্তরিত আয় ও ব্যয়সমূহ একত্রীকৃত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সম্পুর্নভাবে বাদ দেয়া হয়েছে।

৩.১৬ শেয়ারপ্রতি আয়

কোম্পানী তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

৩.১৬.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারন শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

৩.১৭ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

সরাসরি ভিত্তিতে পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১৮ প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪২-এ দেখানো হয়েছে ।

৪. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে :

- বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk)
- তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk)
- বাজার ঝুঁকি (market risk)

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো : কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

৪.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি (credit risk)

কোম্পানির কোনো গ্রাহক বা কোম্পানির আর্থিক দলিলের কোনো প্রতিপক্ষ তার চুক্তির দায়সমূহ পূরণে ব্যর্থ হলে কোম্পানি যে আর্থিক লোকসানের ঝুঁকির মুখে পড়ে তা-ই হলো বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি। প্রধানত গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয়যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা বছরে কমপক্ষে একবার পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade debtors বা ব্যবসায়িক দেনাদারদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক দেনাদারদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক দেনাদারদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে।

২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্যের পরিমাণ ছিল ১,০৭৩,৫৮৮ হাজার টাকা (২০০৯ : ১,১১৬,২৬৯ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতূল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

৪.২ তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk)

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায় (টীকা ১১.১)।

৪.৩ বাজার ঝুঁকি (market risk)

বাজার পরিস্থিতিতে যে কোনো পরিবর্তন ঘটার কারণে, যেমন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে, সুদের হারে ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যে পরিবর্তন ঘটার কারণে কোম্পানির আয় কমে যাওয়ার বা কোম্পানির আর্থিক দলিলাদির হোল্ডিং থেকে পাওনা অর্থের মূল্যমান কমে যাওয়ার যে ঝুঁকি দেখা দেয় তা-ই বাজার ঝুঁকি। কোম্পানির বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো, কোম্পানির বাজার ঝুঁকিগ্রস্ততা ব্যবস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা, এবং সেই সাথে কোম্পানির বিনিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করা।

ক) মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকি (currency risk)

কোম্পানির যেসব আয় ও ক্রয় বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকির শিকার হতে পারে। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হওয়া বেশির ভাগ কার্যক্রম চলে আমেরিকান ডলার (USD), ইউরো, সিঙ্গাপুরি ডলার (SGD) ও গ্রেট ব্রিটেনের পাউন্ডে (GBP) এবং বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনকৃত কোম্পানির বেশির ভাগ কার্যক্রম বিদেশ থেকে কাঁচামাল ও মূলধনি উপকরণ সংগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রেও কোম্পানিকে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। এ ছাড়া, কোম্পানি পণ্য ও সেবার রপ্তানি ও অনুমিত রপ্তানি থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে।

মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে, কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন হবে তার এমন সব আসন্ন ক্রয়সমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে 'Forward Contract' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যাতে করে কোম্পানির মুদ্রা সংক্রান্ত ঝুঁকিগ্রস্ততাকে গ্রহণযোগ্য নিম্ন মাত্রায় রাখা নিশ্চিত করা যায়।

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি (interest rate risk)

সুদের হারে পরিবর্তন ঘটার কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি (interest rate risk)। সুদের হার বাড়া বা কমার কারণে কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট দায়সমূহে কোনো উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানি DERIVATIVE দলিল ভিত্তিক কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি।

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস তার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

৪.৪ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পূনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

৫. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

ক) ক্রয় মূল্য

২০১০:

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অবচয় খরচ					৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পূন:মূল্যায়নের মূল্য
	১লা জানুয়ারী ২০১০ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের ইমপেয়ারমেন্ট	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তার	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাখেরাজ ভূমি	২৯,৯৬৭	৫৪৪	-	৩০,৫১১	-	-	-	-	-	৩০,৫১১
লাখেরাজ দালান	১৫৭,৯১৩	৩,৯২৯	-	১৬১,৮৪২	৩৭,০১৬	৪,২৪৩	-	-	৪১,২৫৯	১২০,৫৮৩
ইজারাকৃত দালান	১০৭,৩০৩	৫,২৩৫	-	১১২,৫৩৮	২৬,১২২	২,৮৪৭	-	-	২৮,৯৬৯	৮৩,৫৬৯
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডারস্										
(স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড										
ইভাপোরেটরসহ)	১,৮১০,৬৭০	৬৫,১৫৭	(৩৪,২৯৬)	১,৮৪১,৫৩১	১,২০৬,৭৪৪	১১২,৮৫০	-	(২৭,৪৭৪)	১,২৯২,১২০	৫৪৯,৪১১
মোটর গাড়ী	৫২,২০৩	৭,২৯৮	(২,১৪৭)	৫৭,৩৫৪	৪৩,২৪৬	৪,৩৬৫	-	(২,১৪৭)	৪৫,৪৬৪	১১,৮৯০
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৬৪,৩৭৩	৩,৬০৬	(২,২২২)	৬৫,৭৫৭	৪৬,৮৫০	৪,৩৩৭	-	(২,২২২)	৪৮,৯৬৫	১৬,৭৯২
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৪৭,৯৩৩	৬,২৭৪	(১৫,৫০৫)	৩৮,৭০২	৩৬,৮২৯	৩,৫৩০	-	(১৫,৫০৫)	২৪,৮৫৪	১৩,৮৪৮
	২,২৭০,৩৬২	৯২,০৪৩	(৫৪,১৭০)	২,৩০৮,২৩৫	১,৩৯৬,৮০৭	১৩২,১৭২	-	(৪৭,৩৪৮)	১,৪৮১,৬৩১	৮২৬,৬০৪
নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় (টীকা ৫.১)	৪৬,৮৩৪	২৬০,৪০৮	(৯২,০৪৩)	২১৫,১৯৯	-	-	-	-	-	২১৫,১৯৯
সাব-টোটাল (ক)	**২,৩১৭,১৯৬**	**৩৫২,৪৫১**	**(১৪৬,২১৩)**	**২,৫২৩,৪৩৪**	**১,৩৯৬,৮০৭**	**১৩২,১৭২**	**-**	**(৪৭,৩৪৮)**	**১,৪৮১,৬৩১**	**১,০৪১,৮০৩**

২০০৯:

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অবচয় খরচ					৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখের অবচয় বাদে পূন:মূল্যায়নের মূল্য
	১লা জানুয়ারী ২০০৯ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০০৯	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের ইমপেয়ারমেন্ট	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তার	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ মূল্য	
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাখেরাজ ভূমি	২৯,৯৬৭	-	-	২৯,৯৬৭	-	-	-	-	-	২৯,৯৬৭
লাখেরাজ দালান	১৫৩,৫১৬	৪,৬২১	(২২৪)	১৫৭,৯১৩	৩২,৯৮১	৪,০৪৪	-	(৯)	৩৭,০১৬	১২০,৮৯৭
ইজারাকৃত দালান	১২১,৪৮৭	৩,২৮৩	(১৭,৪৬৭)	১০৭,৩০৩	৩৪,০০৬	২,৮৭৭	-	(১০,৭৬১)	২৬,১২২	৮১,১৮১
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডারস্										
(স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড										
ইভাপোরেটরসহ)	১,৭৮৭,৬৫৯	৪৮,৭৩৯	(২৫,৭২৮)	১,৮১০,৬৭০	১,১১৪,১৬৭	১১৭,২৪৫	(২,৬৫৫)	(২২,০১৩)	১,২০৬,৭৪৪	৬০৩,৯২৬
মোটর গাড়ী	৫১,৪০৭	১,০০৭	(২১১)	৫২,২০৩	৩৮,৫৭০	৪,৮৮৭	-	(২১১)	৪৩,২৪৬	৮,৯৫৭
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫৮,৫৯৬	৬,৩৭০	(৫৯৩)	৬৪,৩৭৩	৪৩,৩৭১	৪,০৮৪	-	(৬০৫)	৪৬,৮৫০	১৭,৫২৩
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৪১,৭৮০	৬,১৩৩	২০	৪৭,৯৩৩	৩৪,০৫২	২,৭২২	-	৫৫	৩৬,৮২৯	১১,১০৪
	২,২৪৪,৪১২	৭০,১৫৩	(৪৪,২০৩)	২,২৭০,৩৬২	১,২৯৭,১৪৭	১৩৫,৮৫৯	(২,৬৫৫)	(৩৩,৫৪৪)	১,৩৯৬,৮০৭	৮৭৩,৫৫৫
নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় (টীকা ৫.১)	৮,৪৯৫	১০৮,৪৯২	(৭০,১৫৩)	৪৬,৮৩৪	-	-	-	-	-	৪৬,৮৩৪
সাব-টোটাল (খ)	**২,২৫২,৯০৭**	**১৭৮,৬৪৫**	**(১১৪,৩৫৬)**	**২,৩১৭,১৯৬**	**১,২৯৭,১৪৭**	**১৩৫,৮৫৯**	**(২,৬৫৫)**	**(৩৩,৫৪৪)**	**১,৩৯৬,৮০৭**	**৯২০,৩৮৯**

খ) পুনঃমূল্যায়ন

২০১০:

বিবরণ	পুনঃমূল্যায়ন				অবচয় খরচ					৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পুনঃমূল্যায়নের মূল্য
	১লা জানুয়ারী ২০১০ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের ইমপেয়ারমেন্ট	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তার	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এ মূল্য	
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাখেরাজ ভূমি	১৪৭	-	-	১৪৭	-	-	-	-	-	১৪৭
লাখেরাজ দালান	১৭৬	-	-	১৭৬	৮৯	১১	-	-	১০০	৭৬
ইজারাকৃত দালান	১৯,৮৫১	-	-	১৯,৮৫১	১৭,৭৩৯	৫৮৬	-	-	১৮,৩২৫	১,৫২৬
সাব-টোটাল (গ)	২০,১৭৪	-	-	২০,১৭৪	১৭,৮২৮	৫৯৭	-	-	১৮,৪২৫	১,৭৪৯

২০০৯ :

বিবরণ	পুনঃমূল্যায়ন				অবচয় খরচ					৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখের অবচয় বাদে পুনঃমূল্যায়নের মূল্য
	১লা জানুয়ারী ২০০৯ এ মূল্য	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ মূল্য	১লা জানুয়ারী ২০০৯	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের ইমপেয়ারমেন্ট	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তার	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ মূল্য	
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাখেরাজ ভূমি	১৪৭	-	-	১৪৭	-	-	-	-	-	১৪৭
লাখেরাজ দালান	১৭৬	-	-	১৭৬	৮৫	৪	-	-	৮৯	৮৭
ইজারাকৃত দালান	৪৫,৮৫৮	-	(২৬,০০৭)	১৯,৮৫১	৪০,৬৭৮	৪৫৮	-	(২৩,৩৯৭)	১৭,৭৩৯	২,১১২
সাব-টোটাল (ঘ)	**৪৬,১৮১**	**-**	**(২৬,০০৭)**	**২০,১৭৪**	**৪০,৭৬৩**	**৪৬২**	**-**	**(২৩,৩৯৭)**	**১৭,৮২৮**	**২,৩৪৬**

সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম এবং পুনঃমূল্যায়ন মূল্য:

৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ (ক+গ)	**২,৩৩৭,৩৭০**	**৩৫২,৪৫১**	**(১৪৬,২১৩)**	**২,৫৪৩,৬০৮**	**১,৪১৪,৬৩৫**	**১৩২,৭৬৯**	**-**	**(৪৭,৩৪৮)**	**১,৫০০,০৫৬**	**১,০৪৩,৫৫২**
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ (খ+ঘ)	২,২৯৯,০৮৮	১৭৮,৬৪৫	(১৪০,৩৬৩)	২,৩৩৭,৩৭০	১,৩৩৭,৯১০	১৩৬,৩২১	(২,৬৫৫)	(৫৬,৯৪১)	১,৪১৪,৬৩৫	৯২২,৭৩৫

৫.১ নির্মাণাধীন ব্যয়ে মূলধন

	১লা জানুয়ারী ২০১০ এর উদ্বৃত্ত	চলতি বছরের সংযোজন	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম হস্তান্তরিত	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ এর উদ্বৃত্ত	১লা জানুয়ারী ২০০৯ এর উদ্বৃত্ত	চলতি বছরের সংযোজন	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম হস্তান্তরিত	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ এর উদ্বৃত্ত
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান	৯১৩	৬৩,৮৭৭	(৮,২৭৫)	৫৬,৫১৫	১,১৫৭	৭,৬৬০	(৭,৯০৪)	৯১৩
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, সিলিন্ডারস্ এবং মোটর গাড়ী	৪৫,৯২১	১৮৬,৬৫১	(৭৩,৮৮৮)	১৫৮,৬৮৪	৭,৩৩৮	৮৮,৩৩০	(৪৯,৭৪৭)	৪৫,৯২১
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	-	৩,৬০৬	(৩,৬০৬)	-	-	৬,৩৭০	(৬,৩৭০)	-
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	-	৬,২৭৪	(৬,২৭৪)	-	-	৬,১৩২	(৬,১৩২)	-
	৪৬,৮৩৪	**২৬০,৪০৮**	**(৯২,০৪৩)**	**২১৫,১৯৯**	**৮,৪৯৫**	**১০৮,৪৯২**	**(৭০,১৫৩)**	**৪৬,৮৩৪**

৫.২ এ বছরের অবচয় ব্যয়ের বরাদ্দ

	২০১০	২০০৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিক্রিত পণ্যের খরচ (টীকা ২৩.১)	৯৩,১৮৪	৯৭,৮৬৫
পরিচালনা ব্যয় (টীকা ২৪)	৩৯,৫৮৫	৩৮,৪৫৬
	১৩২,৭৬৯	১৩৬,৩২১

৬. অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

২০১০:

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অ্যামোরটাইজেশন				৩১শে ডিসেম্বর
	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০	১লা জানুয়ারী ২০১০	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ সমন্বয়	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০	২০১০ তারিখের অবচয় বাদে পুন:মূল্যায়নের মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ইআরপি সফ্টওয়্যার	৬,৯১৯	-	-	৬,৯১৯	৪,৭৯২	৩৬৫	-	৫,১৫৭	১,৭৬২
অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্*	৮,৩৯৪	৪৯৮	-	৮,৮৯২	৪,৬৪৫	১,২৪৩	-	৫,৮৮৮	৩,০০৪
মোট	**১৫,৩১৩**	**৪৯৮**	**-**	**১৫,৮১১**	**৯,৪৩৭**	**১,৬০৮**	**-**	**১১,০৪৫**	**৪,৭৬৬**

২০০৯:

বিবরণ	ক্রয় মূল্য				অ্যামোরটাইজেশন				৩১শে ডিসেম্বর
	১লা জানুয়ারী ২০০৯	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রয়/ হস্তান্তর	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯	১লা জানুয়ারী ২০০৯	চলতি বছরের অবচয়	চলতি বছরের বিক্রয়/ সমন্বয়	৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯	২০০৯ তারিখের অবচয় বাদে পুন:মূল্যায়নের মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ইআরপি সফ্টওয়্যার	৬,৯১৯	-	-	৬,৯১৯	৪,৪২৭	৩৬৫	-	৪,৭৯২	২,১২৭
অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্*	৬,৫৭৮	১,৮১৬	-	৮,৩৯৪	৩,৭৫৯	৮৮৬	-	৪,৬৪৫	৩,৭৪৯
মোট	**১৩,৪৯৭**	**১,৮১৬**	**-**	**১৫,৩১৩**	**৮,১৮৬**	**১,২৫১**	**-**	**৯,৪৩৭**	**৫,৮৭৬**

* সার্ভার সফ্টওয়্যার এবং অন্যান্য এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারস্ অন্যান্য সফ্টওয়্যারস্-এর অন্তর্ভূক্ত।

৭. সাবসিডিয়ারী কোম্পানীতে বিনিয়োগ

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা করে কোম্পানীর নামে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সাবসিডিয়ারী কোম্পানীটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০ সমাপ্ত বছরের টাঃ ৪৯,০০০ লোকসান করে (২০০৯: টাঃ ৪৪,১৬৩) ।

	২০১০	২০০৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৮. মজুদ সামগ্রী		
কাঁচামাল	১৫৭,২৬২	১১৭,৭৩৯
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ	৭৭,৫৯০	৮৭,২৯৭
চালান অধীন মালামাল	৫৫,৪৮৬	১৯,৯২৮
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি	৭১,১৪০	৫৩,৯৭৪
	৩৬১,৪৭৮	**২৭৮,৯৩৮**

মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার।

৯. বাণিজ্যিক দেনাদার		
ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য	৮১,৭০১	৫৬,৫৩০
ছয় মাসের কম সময়ের জন্য	১৩০,৬৩৯	১২৪,০২৫
	২১২,৩৪০	**১৮০,৫৫৫**
সন্দেহজনক দেনা বাবদ বরাদ্দ (টীকা ৯.১)	(১২,২৩৭)	(২৬,১৪৬)
	২০০,১০৩	**১৫৪,৪০৯**

৯.১ যেসব ক্ষেত্রে দেনা নির্ধারিত সময়সীমার পর ৯০ দিন বা ১৮০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি, কোম্পানীর নীতি অনুযায়ী সেগুলোর ক্ষেত্রে সন্দেহজনক দেনাবাবদ যথাক্রমে ৫০% ও ১০০% হারে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। দেনা আদায়ের ব্যাপারে আগের সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২০১০ সালে টাকা ১৩,৯০৯ হাজার অবমুক্ত করা হয়েছে।

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
১০.	**অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ**		
	কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪১,৪৪৮	৩২,৩৬৮
	সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম	৭,৯৯২	৩,৬৪৩
	রাজবারী এন্টারপ্রাইজকে ঋণ প্রদান	৫,২২৬	৫,২১০
	স্থায়ী আমানতের উপর সঞ্চিত সুদ	১৩,৬৪৫	২৫,০২৩
	জমা এবং আগাম পরিশোধ	২২,৭২৪	২৬,১০০
	চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর	২৬,৬০৬	১৪,৮১৪
		১১৭,৬৪১	**১০৭,১৫৮**

এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয় এবং বিবেচিত মালামাল এই অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের মধ্যে টাকা ৭৯,৪৬৭ হাজার (২০০৯: টাকা ৭৫,৬৩৯ হাজার) প্রতিবেদন তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে আদায়যোগ্য ।

১১.	**নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ**		
	নগদ তহবিল	৮২৬	৬০৬
	ব্যাংকে গচ্ছিত	২৭৩,৫৮৮	২১১,২০৬
	ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত	৮০০,০০০	৯০৫,০৬৩
		১,০৭৪,৪১৪	**১,১১৬,৮৭৫**

স্থায়ী আমানতের মেয়াদকাল তিন মাস, কিংবা কম, নতুবা তার আগেও ম্যানেজম্যান্ট ইচ্ছা করলে ভাংতে পারেন ।

১১.১	**ক্রেডিট সুবিধাদি**		
	কোম্পানী নিম্নে ক্রেডিট সুবিধাদি গ্রহণ		
	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিঃ	৫৮০,০০০	৫৮০,০০০
	সিটি ব্যাংক এন,এ	১২০,০০০	১২০,০০০
	দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোঃ লিঃ	১৫০,০০০	১০০,০০০
		৮৫০,০০০	**৮০০,০০০**

১১(এ)	**কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ**		
	বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	১,০৭৪,৪১৪	১,১১৬,৮৭৫
	বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	(২)	(২)
		১,০৭৪,৪১২	**১,১১৬,৮৭৩**

১২.	**শেয়ার মূলধন**		
	অনুমোদিত:		
	প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার	**২০০,০০০**	**২০০,০০০**
	ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:		
	৩,৬১৬,৯০২টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু	৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
	৯,৯৯,৪৯৮টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে	৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
	১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে	১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
		১৫২,১৮৩	**১৫২,১৮৩**

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব:	শতকরা হার		টাকা '০০০	
	২০১০	২০০৯	২০১০	২০০৯
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৬.১	১৫.০	২৪,৫৭৫	২২,৭৮৫
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল)	১.১	১.২	১,৭১৫	১,৭৬১
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৪	১.৩	২,০৫৪	২,১০৪
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২১.৪	২২.৫	৩২,৫২৯	৩৪,২২৩
	১০০.০	**১০০.০**	**১৫২,১৮৩**	**১৫২,১৮৩**

হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগঃ

	হোল্ডারদের সংখ্যা		মোট শতকরা হোল্ডিংস	
হোল্ডিংস	**২০১০**	২০০৯	**২০১০**	২০০৯
৫০০ শেয়ারের কম	৮,৯৪৮	৯,৩৫৩	৫.২৭	৫.৫১
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৮১০	৮২৩	৬.৪১	৬.৭৭
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৪০	৫৩	১.৮৩	২.৫৭
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	২৮	২৬	২.৬৭	২.৩৬
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	১১	৬	১.৭৮	১.০১
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৭	৬	১.৫৮	১.২৯
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	২	৬	০.৬২	১.৭৫
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৬	২	২.৭৪	১.০৩
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৪	৫	৮.৩০	৮.৯৫
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৬৮.৮০	৬৮.৭৬
	৯,৮৫৮	**১০,২৮২**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

		২০১০	**২০০৯**
		টাকা' ০০০	**টাকা' ০০০**
১৩	**পুনঃ মূল্যায়ন সংরক্ষণ**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	২০,১৭৪	৪৬,১৮১
	পুনঃমূল্যায়িত সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের টাকা সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর	-	(২৬,০০৭)
		২০,১৭৪	**২০,১৭৪**
১৪.	**সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১,৬৬৬,১৭৭	১,৩১২,৫৪৬
	এ বছরের পুনঃমূল্যায়িত সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঃমূল্যায়ন তহবিল	-	২৬,০০৭
	চলতি বছরের মুনাফা	৬৬৮,০৬৮	৬০৯,৮৭০
	অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(লোকসান)	(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
	চুড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান	(১১৭,১৮১)	(১১৭,১৮১)
	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	(৩৮০,৪৫৭)	(১৫২,১৮৩)
		১,৮২৩,১৪১	**১,৬৬৬,১৭৭**
১৪(এ).	**কনসলিডেটেড সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১,৬৬৬,৭৩৯	১,৩১৩,১৫২
	এ বছরের পুনঃমূল্যায়িত সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে পূঃমূল্যায়ন তহবিল	-	২৬,০০৭
	চলতি বছরের মুনাফা	৬৬৮,০১৯	৬০৯,৮২৬
	অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়/(লোকসান)	(১৩,৪৬৬)	(১২,৮৮২)
	চুড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান	(১১৭,১৮১)	(১১৭,১৮১)
	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	(৩৮০,৪৫৭)	(১৫২,১৮৩)
		১,৮২৩,৬৫৪	**১,৬৬৬,৭৩৯**
১৫.	**কর্মচারী কল্যাণ**		
	পেনশন তহবিল (টীকা ১৫.১)	২৭,৫৩৮	৯,৪৫৬
	গ্র্যাচুইটি স্কীম (টীকা ১৫.২)	৮৬,৮৫৪	৭২,০৫০
		১১৪,৩৯২	**৮১,৫০৬**

১৫.১ পেনশন তহবিল

অংশগ্রহণমূলক নয় একটি পেনশন পরিকল্পনাবাবদ কোম্পানি অর্থ বরাদ্দ দেয়; ব্যবস্থাপনার দয়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ অবসর গ্রহণ করার পর নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তাদেরকে উক্ত তহবিল হতে পেনশন সুবিধা প্রদান করা হয়।

নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্য	১৬১,২২০	১৪৩,৪৮০
*প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য	(১৩৩,৬৮২)	(১৩৪,০২৪)
প্ল্যান-এ ঘাটতি	**২৭,৫৩৮**	**৯,৪৫৬**

*প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে ট্রেজারী বিল, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র (PSP) ইত্যাদিতে বিনিয়োগ এবং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ।

		২০১০	২০০৯
		টাকা' ০০০	টাকা' ০০০
১৫.১.১	**নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্যের সঞ্চালন**		
	নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্ব - ১ জানুয়ারী	১৪৩,৪৮০	১২৪,৩৫১
	সুবিধাদি প্রদান বাবদ পরিশোধিত অর্থ	(১৬,৬০৩)	(১১,৯৫০)
	বর্তমান সেবাবাবদ ব্যয়	৮,২১৫	৭,৫৪৮
	সুদবাবদ ব্যয়	১৩,০৬৭	১০,৭৮৪
	অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে বীমা হিসাবঘটিত ক্ষতি	১৩,০৬০	১২,৭৪৭
	নির্ধারিত সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত দায়িত্বের বর্তমান মূল্য- ৩১ ডিসেম্বর	**১৬১,২১৯**	**১৪৩,৪৮০**
১৫.১.২	**প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্যের সঞ্চালন**		
	প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য- ১ জানুয়ারী	১৩৪,০২৪	১২৭,৭৭৭
	প্ল্যান-এ কোম্পানীর অবদান	৭,৯৩৯	৭,২৩৯
	সুবিধাদি প্রদান বাবদ পরিশোধিত অর্থ	(১৬,৬০৩)	(১১,৯৫০)
	প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	৮,৩২২	১১,৫০০
	অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে বীমা হিসাবঘটিত লাভ/(ক্ষতি)	-	(৫৪২)
	প্ল্যান সম্পত্তিসমূহের সঠিক মূল্য	**১৩৩,৬৮২**	**১৩৪,০২৪**
১৫.১.৩	**লাভ বা লোকসানে স্বীকৃত ব্যয়**		
	বর্তমান সেবা প্রদান বাবদ ব্যয়	৮,২১৫	৭,৫৪৮
	সুদবাবদ ব্যয়	১৩,০৬৭	১০,৭৮৪
	প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	(৮,৩২২)	(১১,৫০০)
		১২,৯৬০	**৬,৮৩২**
১৫.১.৪	**একচুরিয়্যাল স্বীকৃত ক্ষতি অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ে**		
	আয়ের সঞ্চিত স্থিতি- ১ জানুয়ারী	৯,৪৫৬	(৩,৪২৬)
	এ বছরে স্বীকৃত একচুরিয়্যাল ক্ষতির সাথে পূর্বের সময়ের সমন্বয়ের যোগ	১৩,৪৬৬	১২,৮৮২
	আয়ের সঞ্চিত স্থিতি- ৩১ ডিসেম্বর	**২২,৯২২**	**৯,৪৫৬**
১৫.১.৫	**একচুরিয়্যাল অনুমান**		
	বাট্টা হার	৬.০০%	৯.০০%
	প্ল্যান সম্পত্তিসমূহ হতে প্রত্যাশিত ফেরত	৫.০০%	৯.০০%
	ভবিষ্যত বেতন বৃদ্ধি	৮.০০%	৮.০০%
	ভবিষ্যত পেনশন বৃদ্ধি	২.৫০%	২.৫০%
	অয়ুষ্কাল বা মর্টালিটি টেবিল এ(৪৯-৫২) এবং পিএ(৯০) চূড়ান্ত অনুযায়ী ভবিস্যৎ মর্টালিটি সম্পর্কিত আনুমানিক ধারনা করা হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর ধরা হয়।		
১৫.২	**গ্র্যাচুইটি স্কীম**		
	১ জানুয়ারী-এর উদ্বৃত্ত	৭২,০৫০	৭১,২৩৬
	এ বছরের বরাদ্দ	২৩,০২৭	১৩,২৩১
		৯৫,০৭৭	৮৪,৪৬৭
	এ বছরের প্রদান	(৮,২২৩)	(১২,৪১৭)
	৩১শে ডিসেম্বর-এর উদ্বৃত্ত	**৮৬,৮৫৪**	**৭২,০৫০**

১৬. বিলম্বিত কর দায়সমূহ

বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ এবং দায়সমূহ দেশের আইনগত আবশ্যকতা (BAS-12:Income Taxes) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত বিলম্বিত কর খরচ/আয় উপস্থাপন করা হয়েছে টীকা ২৮-এতে। নিম্নে আরোপযোগ্য বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ এবং দায়সমূহ দেয়া হল:

	প্রতিবেদন তারখের পরিবাহী মূল্য টাকা '০০০	করের ভিত্তি টাকা '০০০	করযোগ্য/ (বাদ যোগ্য) অস্থায়ী পার্থক্য টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০			
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	১,০৪৩,৫৫২	৬০৫,০৩২	৪৩৮,৫২০
মজুদ সামগ্রী	৩৬১,৪৭৮	৪৩৩,৯১২	(৭২,৪৩৪)
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	২০০,১০৩	২১২,৩৪০	(১২,২৩৭)
	১,৬০৫,১৩৩	**১,২৫১,২৮৪**	**৩৫৩,৮৪৯**
দায়সমূহ			
কর্মচারী কল্যান ঃ পেনশন তহবিল	২৭,৫৩৮	২২,৯২৩	৪,৬১৫
কর্মচারী কল্যান ঃ গ্র্যাচুইটি স্কীম	৮৬,৮৫৪	-	৮৬,৮৫৪
	১১৪,৩৯২	**২২,৯২৩**	**৯১,৪৬৯**
নীট কর বাদযোগ্য অস্থায়ী পার্থক্য			২৬২,৩৮০
কার্যকর করের হার			২৪.৭৫%
বিলম্বিত কর দায়সমূহ			৬৪,৯৩৯
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯-এ			
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৯২২,৭৩৫	৪৪৯,১৬৮	৪৭৩,৫৬৭
মজুদ সামগ্রী	**২৭৯,৫৩৭**	**৩৬৭,৭৫২**	**(৮৮,২১৫)**
বাণিজ্যিক দেনাদারসমূহ	১৫৪,৪০৯	১৮০,৫৫৫	(২৬,১৪৬)
	১,৩৫৬,৬৮১	**৯৯৭,৪৭৫**	**৩৫৯,২০৬**
দায়সমূহ			
কর্মচারী কল্যান ঃ পেনশন তহবিল	৯,৪৫৬	৯,৪৫৬	-
কর্মচারী কল্যান ঃ গ্র্যাচুইটি স্কীম	৭২,০৫০	-	৭২,০৫০
	৮১,৫০৬	৯,৪৫৬	৭২,০৫০
নীট কর বাদযোগ্য অস্থায়ী পার্থক্য			২৮৭,১৫৬
কার্যকর করের হার			২৪.৭৫%
বিলম্বিত কর দায়সমূহ			৭১,০৭১
প্রারম্ভিক স্থিতি		৭১,০৭১	৯০,৩০২
এ বছরের বরাদ্দ/(রিভারসাল)		(৬,১৩২)	(১৯,২৩১)
		৬৪,৯৩৯	**৭১,০৭১**

	২০১০ টাকা '০০০	২০০৯ টাকা '০০০
১৭. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে		
সিলিন্ডার বাবদ জমা	১৬৫,৬৪৬	১৬৫,৭৮১
গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়।		
১৮. বাণিজ্যিক পাওনাদার		
ভেন্ডরদেরকে প্রদান	**৫৯,৩৬০**	**৪৮,৯৫০**
বাণিজ্যিক পাওনাদাররা অরক্ষিত এবং এক মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।		
১৯. খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ		
বেতন, ভাতা ও অবসর সুবিধাদি	৪১,১৭২	৪৬,৬৬২
কারিগরি সহায়তা ফি	৪৫,৯০১	২২,৩৫৩
দেয় খরচ	৪৮,২৯৩	৪২,৫২৮
অন্যান্য পাওনাদার	২৩,৭১৯	২৩,৪৭৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	৪৭,৭১৬	৪০,৬৭৭
	২০৬,৮০১	**১৭৫,৬৯৯**

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৯(এ).	**কনসলিডেটেড খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ**		
	বেতন, ভাতা ও অবসর সুবিধাদি	৪১,১৭২	৪৬,৬৬২
	কারিগরি সহায়তা ফি	৪৫,৯০১	২২,৩৫৩
	দেয় খরচ	৪৮,২৯৩	৪২,৫২৮
	অন্যান্য পাওনাদার	২৩,১৭৯	২২,৮৯০
	শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	৪৭,৭১৬	৪০,৬৭৭
		২০৬,২৬১	**১৭৫,১১০**
২০.	**বিবিধ পাওনাদার**		
	মুলধনী বিষয়	-	১১,২৭৭
	গ্রাহক জমা এবং অগ্রিম	৪৫,১৯৫	৪৮,২৭৬
	অপরিশোধিত লভ্যাংশ	৮,২৪৭	৮,৬৪২
	অন্যান্য জমা	১,৭৯৫	৬,৬৭২
		৫৫,২৩৭	৭৪,৮৬৭
২১.	**কর বরাদ্দ**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১২৯,৬০৩	৮৫,১৩৭
	এ বছরের বরাদ্দ	২৪১,৩২০	১৮১,৯৭২
		৩৭০,৯২৩	২৬৭,১০৯
	এ বছরের প্রদান	২৩০,৮২২	১৩৭,৫০৬
	সমাপনী স্থিতি	**১৪০,১০১**	**১২৯,৬০৩**
২১(এ).	**কনসলিডেটেড কর বরাদ্দ**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১২৯,৬০৮	৮৫,১৩৭
	এ বছরের বরাদ্দঃ		
	বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২৪১,৩২০	১৮১,৯৭২
	বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	৫	৫
		২৪১,৩২৫	১৮১,৯৭৭
		৩৭০,৯৩৩	২৬৭,১১৪
	এ বছরের প্রদান	২৩০,৮২৭	১৩৭,৫০৬
	সমাপনী স্থিতি	**১৪০,১০৬**	**১২৯,৬০৮**

২২. **রেভিনিউ**

	একক	২০১০ পরিমাণ	২০১০ টাকা '০০০	২০০৯ পরিমাণ	২০০৯ টাকা '০০০
এ,এস, ইউ গ্যাসেস	'০০০এম^{৩}	১৩,১৭০	৫০১,৬৩৬	১৩,৮৪২	৪৫৭,২৪৩
ডিজলভ্ এসিটিলিন	'০০০এম^{৩}	৩৬৯	১৫৮,৩৩৮	৩৯৩	১৬৪,৮৩৪
ইলেকট্রোডস	এম টি	১৮,৪১১	১,৯৭৭,১৪৮	১৪,৫২৫	১,৬৩৪,৭৪১
অন্যান্য			৫৬২,২৫৩		৪৮৫,৯৯৯
			৩,১৯৯,৩৭৫		**২,৭৪২,৮১৭**

২২.১	**কোম্পানীর পুরো ব্যবসায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা নিচে দেয়া হলঃ**		
	বাল্ক গ্যাসেস	৩২২,৫৬২	২৫৮,২৩৩
	প্যাকেজ গ্যাসেস এবং পণ্যসমুহ (PG&P)	২,৫০০,৯১৩	২,১৪৩,৩২৪
	হসপিটাল কেয়ার	৩৭৫,৯০০	৩৪১,২৬০
		৩,১৯৯,৩৭৫	**২,৭৪২,৮১৭**

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৩.	**বিক্রিত পণ্যের খরচ**		
	প্রারম্ভিক মজুদ এ বছরে	৪৬,২০০	৮৯,৫১৬
	পণ্যের উৎপাদন খরচ (টীকা ২৩.১)	১,৭৪৭,৭১৫	১,৪২৫,৪২৬
		১,৭৯৩,৯১৫	১,৫১৪,৯৪২
	উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ	(৭০,৭০৭)	(৪৬,২০০)
	উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ	১,৭২৩,২০৮	১,৪৬৮,৭৪২
	পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ	১৩৪,৩২৩	১৬৪,৩৩০
		১,৮৫৭,৫৩১	**১,৬৩৩,০৭২**
২৩.১	**পণ্যের উৎপাদন খরচ**		
	উপাদান, মালামাল এবং মজুরীঃ		
	কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল (টীকা- ৪০)	১,৩৪০,৯২৮	১,০৪২,০৬৯
	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৭৭,২০১	৬৮,৭৭০
	প্রত্যক্ষ মজুরী	৮৫,২০৮	৭৭,২৬১
		১,৫০৩,৩৩৭	**১,১৮৮,১০০**
	উৎপাদন উপরি খরচঃ		
	বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	৪৭,৩২৩	৪৩,৩৫৮
	অবচয়	৯৩,১৮৪	৯৭,৮৬৫
	যন্ত্রপাতি মেরামত (টীকা- ২৩.১.১)	৬৫,৪৩৮	৫৯,৫৬৩
	দালান মেরামত	২,৫০৩	৩,৩৪৮
	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	১৯,৯৪৭	১৭,০০৭
	বীমা খরচ	১,৪১০	২,১৭৬
	ভাড়া, অভিকর এবং কর	৫৪১	১,১৭৩
	ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ	১,৩৭৭	১,৭০১
	প্রশিক্ষণ খরচ	৭৪২	৬
	যানবাহন চলাচল খরচ	৫,০৪০	৫,৫৪৬
	টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	১,০৮৪	৮৯৪
	ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ	২,৩৫২	১,৬৯৩
	আইন ও পেশাদারী ফি	১৪৮	১১৭
	বিবিধ ফ্যাক্টরী খরচ	৩,২৮৯	২,৮৭৯
		২৪৪,৩৭৮	**২৩৭,৩২৬**
		১,৭৪৭,৭১৫	**১,৪২৫,৪২৬**

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২০১০ সাল হতে সিলিন্ডার টেষ্টশপের খরচকে পরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাবে। পূর্ববর্তীতে ইহাকে উৎপাদন উপরি ব্যয়ে দেখানো হতো। বর্তমান বছরের হিসাব উপস্থাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ববর্তী বছরের হিসাব পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।

২৩.১.১ যন্ত্রপাতিসমূহের মেরামত

যন্ত্রপাতি মেরামত বাবদ খরচ টাঃ ৬৫,৪৩৮ হাজার যার মধ্যে টাঃ ৪৫,৪৮৩ হাজার (২০০৯: টাকা ৪৭,২৮৫ হাজার) টাকার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

২৪.	**পরিচালনা ব্যয়**		
	বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	২৪১,১৫৩	২১৫,৯৩১
	অবচয়	৩৯,৫৮৫	৩৮,৪৫৬
	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৪,৫৭১	৩,৬১৯
	দালান মেরামত	১,৮৬১	২,৮৩১
	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৯৭২	৬,৪৫২
	বীমা	৭৪২	১,১৩১
	বিতরণ	৭১,৩৫৭	৭১,৪৪৫
	ভাড়া, অভিকর এবং কর	৬,১১৫	১০,৮০৪
	ভ্রমণ এবং যাতায়াত	৮,৫৯৬	৫,০১৮
	প্রশিক্ষণ	২,২৮৮	৭৪৩
	যানবাহন চলাচল	৩৩,৯৬০	৩১,৪১০
	টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	৬,৫৫৩	৭,৯৫৪
	গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস	৩,৪৩৯	৩,৫১৫

	২০১০	২০০৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ	৭,৪৩৮	৬,১৮৫
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা	১,৩৯৭	১,৪২৩
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন	৯,০১৮	৮,১৬৩
সন্দেহজনক বাণিজ্যিক দেনাদার বরাদ্দ	(১৩,৯০৯)	১২,০১১
বাণিজ্যিক দেনাদার মওকুফ	৪০৯	২,৯০৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ	১,৪০৭	১,০৭৩
কারিগরি সহায়তা ফি	৩০,৪৩৩	২২,৩৫৩
অডিটরদের পারিশ্রমিকঃ		
অডিট ফি	৫২৫	৪৭৫
অন্যান্য ফি (কর, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল অডিট ফি)	৭৮৮	৮৮৭
ব্যাংক চার্জ	৫,০৫৭	৪,৫৮৬
আপ্যায়ন	৫৯২	৬০৮
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ	৩৯৫	১,৫৪২
বিবিধ অফিস খরচ	১,২৫২	১,৬০৩
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	১,৬০৮	১,২৫১
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৪৭,৫৩৯	৪০,৬৭৪
	৫২০,১৪১	**৫০৫,০৪৬**

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২০১০ সাল হতে সিলিন্ডার টেষ্টশপের খরচকে পরিচালনা খরচ হিসাবে দেখাবে। পূর্ববর্তীতে ইহাকে উৎপাদন উপরি ব্যয়ে দেখানো হতো। বর্তমান বছরের হিসাব উপস্থাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ববর্তী বছরের হিসাব পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।

২৪(এ). কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়		
বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার	২৪১,১৫৩	২১৫,৯৩১
অবচয়	৩৯,৫৮৫	৩৮,৪৫৬
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৪,৫৭১	৩,৬১৯
দালান মেরামত	১,৮৬১	২,৮৩১
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৯৭২	৬,৪৫২
বীমা	৭৪২	১,১৩১
বিতরণ	৭১,৩৫৭	৭১,৪৪৫
ভাড়া, অভিকর এবং কর	৬,১১৫	১০,৮০৪
ভ্রমণ এবং যাতায়াত	৮,৫৯৬	৫,০১৮
প্রশিক্ষণ	২,২৮৮	৭৪৩
যানবাহন চলাচল	৩৩,৯৬০	৩১,৪১০
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স	৬,৫৫৩	৭,৯৫৪
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস	৩,৪৩৯	৩,৫১৫
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ	৭,৪৩৮	৬,১৮৫
বাণিজ্যিক পত্রিকা এবং চাঁদা	১,৩৯৭	১,৪২৩
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন	৯,০১৯	৮,১৬৩
সন্দেহজনক বাণিজ্যিক দেনাদার বরাদ্দ	(১৩,৯০৯)	১২,০১১
বাণিজ্যিক দেনাদার মওকুফ	৪০৯	২,৯০৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ	১,৪০৭	১,০৭৩
কারিগরি সহায়তা ফি	৩০,৪৩৩	২২,৩৫৩
অডিটরদের পারিশ্রমিকঃ		
অডিট ফি	৫৩৫	৪৮৫
অন্যান্য ফি (কর, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল অডিট ফি)	৮২২	৯১৬
ব্যাংক চার্জ	৫,০৫৭	৪,৫৮৬
আপ্যায়ন	৫৯২	৬০৮
ব্যবস্থাপনা মিটিং এবং কনফারেন্স খরচ	৩৯৫	১,৫৪২
বিবিধ অফিস খরচ	১,২৫২	১,৬০৩
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	১,৬০৭	১,২৫১
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৪৭,৫৩৯	৪০,৬৭৪
	৫২০,১৮৫	**৫০৫,০৮৫**

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৫.	**অন্যান্য আয়**		
	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা (টীকা ৩৪)	২৪,৪২৪	১১,৯১৮
	বাদঃ অবচয় বাদে পূন:মূল্যায়িত মূল্যঃ		
	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ	৫৪,১৭০	৭০,২১০
	বাদঃ সঞ্চিত অবচয়	৪৭,৩৪৮	৫৬,৯৪১
		৬,৮২২	১৩,২৬৯
	লাভ/(লোকসান) বিক্রয়ের উপর	**১৭,৬০২**	**(১,৩৫১)**
২৬.	**সুদ বাবদ আয়, নীট**		
	সুদ বাবদ আয়	৬৫,৩৪৪	৬০,১৭৯
	সুদ বাবদ ব্যয়	(১,৩৯৩)	(৯৬৬)
		৬৩,৯৫১	**৫৯,২১৩**
	২০১০ সালের সুদ বাবদ আয় সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বছরের শেষে টাকা ১৩,৬৪৫ হাজার (২০০৯: টাকা ২৫,০২৩ হাজার)।		
২৭.	**কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা**		
	আমদানিকৃত মার্চেন্টডাইস পণ্যদ্রব্যসমূহ (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারা মতে)	৩৩,৩৬৬	৩৮,৪২৫
	নিজস্ব উৎপাদন, স্থানীয় মার্চেন্টডাইস পণ্যদ্রব্যসমূহ, এবং ব্যাংক হতে সুদ বাবদ আয়		
	এবং ইজারা ভূমি বিক্রয়ের উপর সুদ বাবদ আয়	৮৬৯,৮৯০	৭৩৪,১৮৬
		৯০৩,২৫৬	**৭৭২,৬১১**
২৭(এ).	**কনসলিডেটেড কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা**		
	আমদানিকৃত মার্চেন্টডাইস পণ্যদ্রব্যসমূহ (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারা মতে)	৩৩,৩৬৬	৩৮,৪২৫
	নিজস্ব উৎপাদন, স্থানীয় মার্চেন্টডাইস পণ্যদ্রব্যসমূহ এবং ব্যাংক হতে সুদ বাবদ আয় এবং		
	ইজারা ভূমি বিক্রয়ের উপর সুদ বাবদ আয়	৮৬৯,৮৯০	৭৩৪,১৮৬
	সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর লোকসান	(৪৪)	(৩৯)
		৯০৩,২১২	**৭৭২,৫৭২**
২৮.	**কর বরাদ্দ**		
	চলতি কর বাবদ খরচ (টীকা ২১)	২৪১,৩২০	১৮১,৯৭২
	বিলম্বিত কর বাবদ আয় (টীকা ১৬)	(৬,১৩২)	(১৯,২৩১)
		২৩৫,১৮৮	**১৬২,৭৪১**
২৮(এ).	**কনসলিডেটেড কর বরাদ্দ**		
	চলতি কর বাবদ খরচ (টীকা ২১(এ))	২৪১,৩২৫	১৮১,৯৭৭
	বিলম্বিত কর বাবদ আয় (টীকা ১৬)	(৬,১৩২)	(১৯,২৩১)
		২৩৫,১৯৩	**১৬২,৭৪৬**
২৯.	**শেয়ারপ্রতি আয়**		
২৯.১	**শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়**		
	শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলোঃ		
	সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা'০০০)	৬৬৮,০৬৮	৬০৯,৮৭০
	এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
	শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS)- টাকা	৪৩.৯০	৪০.০৮
২৯.২	**ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়**		
	এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই।		
২৯(এ).	**কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়**		
	সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)	৬৬৮,০১৯	৬০৯,৮২৬
	এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
	শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) টাকা	৪৩.৯০	৪০.০৮

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩০.	**পরিচালকদের পারিশ্রমিক**		
	ফি	৯৫	১১০
	বেতন এবং সুবিধা বাবদ	২৬,৫৬৫	২১,৭৬৭
	বাড়ি খরচ	২,৩২৫	১,৯৫০
	ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা	৫১৯	৪৫৭
	অবসর সুবিধাদি	২,০৫১	১,৫৮৫
		৩১,৫৫৫	**২৫,৮৬৯**

বেতন, মজুরী এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে।

৩১. **ক্ষমতা**

প্রধান পণ্যসামগ্রী	**মাপের একক**	**ক্ষমতা**	**উৎপাদন**	**মন্তব্য**
		এ বছরের জন্য	**এ বছরের জন্য**	
এ,এস,ইউ, গ্যাস	'০০০এম৩	১৬,৯০৮	১২,৯৬৯	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা।
ডিজলভ্ এসিটিলিন	'০০০এম৩	১,১৫০	৩৭৪	ঐ
ইলেকট্রোড	এম টি	১৫,২০০	১৮,৩৮২	নীচের দ্রষ্টব্য*

*কোম্পানি তার অধিক চাহিদার কারণে পুরানো যন্ত্রপাতি সাময়কিভাবে তার উৎপাদনে ব্যবহার করেছে।

৩২. **আর্থিক দলিল**

৩২.১ **জমার ঝুঁকি**

ক) **জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি**

আর্থিক সম্পত্তিসমূহের পরিবাহী মূল্য সর্বোচ্চ জমার অনুকুল পরিস্থিতি তুলে ধরে। প্রতিবেদন তারিখের সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি সংক্রান্ত পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপঃ

বাণিজ্যিক দেনাদার	২১২,৩৪০	১৮০,৫৫৫
বাদঃ সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দ	(১২,২৩৭)	(২৬,১৪৬)
	২০০,১০৩	১৫৪,৪০৯
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	১,০৭৩,৫৮৮	১,১১৬,২৬৯
	১,২৭৩,৬৯১	**১,২৭০,৬৭৮**
প্রতিবেদন তারিখে পণ্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাণিজ্যিক দেনাদারের উপর সর্বোচ্চ জমার ঝুঁকি ছিল নিম্নরূপঃ		
গ্যাসেস	৩৪,৬১৩	৫৭,৮৩২
ওয়েল্ডিং	৬,৯৬৪	৫,৮১৫
হসপিটাল কেয়ার	১৭০,৭৬৩	১১৬,৯০৮
	২১২,৩৪০	**১৮০,৫৫৫**

খ) **বাণিজ্যিক দেনাদারের শ্রেণীবিণ্যাস**

প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্যিক দেনাদারের শ্রেণীবিণ্যাসঃ		
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে	৪৬,১০২	৪৩,৭২০
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে	২১,৫৩৩	২৬,৬৮৫
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে	৩২,৫২১	২২,৫৯১
চালান ৯১-১২০ দিনের মধ্যে	১০,৭০৪	১৩,৬৩২
চালান ১২১-১৮০ দিনের মধ্যে	১৯,৮৭৭	১৭,৩৯৭
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে	৬১,৭৫৫	২৮,৯৭০
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধে	১৯,৮৪৮	২৭,৫৬০
	২১২,৩৪০	**১৮০,৫৫৫**

আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপঃ		
প্রারম্ভিক স্থিতি	২৬,১৪৬	১৪,১৩৫
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)	(১৩,৯০৯)	১২,০১১
সমাপনী স্থিতি	**১২,২৩৭**	**২৬,১৪৬**

৩২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হলঃ

	পরিবাহী মূল্য	চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ	৬ মাস বা তার কম	৬ হতে ১২ মাস	১ হতে ২ বছর	২ হতে ৫ বছর	৫ বছর এর উর্ধে
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১০							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহঃ							
বানিজ্যিক পাওনাদার	৫৯,৩৬০	৫৯,৩৬০	৫৯,৩৬০	-	-	-	-
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	২০৬,৮০১	২০৬,৮০১	১৮৩,২৫৩	২৩,৫৪৮	-	-	-
বিবিধ পাওনাদার	৫৫,২৩৭	৫৫,২৩৭	৫৫,২৩৭	-	-	-	-
উৎপন্ন হয়েছে এমন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	৩২১,৩৯৮	৩২১,৩৯৮	২৯৭,৮৫০	২৩,৫৪৮	-	-	-
৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহঃ							
বানিজ্যিক পাওনাদার	৪৮,৯৫০	৪৮,৯৫০	৪৮,৯৫০	-	-	-	-
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং দেয় খরচ	১৭৫,৬৯৯	১৭৫,৬৯৯	১৫৩,৩৪৬	-	২২,৩৫৩	-	-
বিবিধ পাওনাদার	৭৪,৮৬৭	৭৪,৮৬৭	৭৪,৮৬৭	-	-	-	-
উৎপন্ন হয়েছে এমন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	-	-	-	-
	২৯৯,৫১৬	**২৯৯,৫১৬**	**২৭৭,১৬৩**	**-**	**২২,৩৫৩**	**-**	**-**

৩২.৩ মার্কেট ঝুঁকি

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

বৈদেশিক মূদ্রায় ক্রয় বা অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানির বৈদেশিক মূদ্রার ঝুঁকিঃ

নিম্নে বর্নিত মূদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মূদ্রা ঝুঁকি

i) **মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব**

	৩১শে ডিসেম্বর ২০১০				৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯			
	টাকা '০০০	'000 US$	'000 GBP	'000 EUR	টাকা '০০০	'000 US$	'000 GBP	'000 EUR
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্যিক দেনাদার	৪,৫৮১	৬৪	-	-	৪,৫৬৪	৬৬	-	-
	৪,৫৮১	৬৪	-	-	৪,৫৬৪	৬৬	-	-
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্যিক পাওনাদার	(১৩,০৫৭)	(১৩২)	(১২)	(২৫)	(১৪,০৪২)	(৯০)	(৬৯)	-
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	(৬,০৪৬)	-	-	(৬২)	(৩,৫১৫)	-	-	(৩৬)
	(১৯,১০৪)	(১৩২)	(১২)	(৮৭)	(১৭,৫৫৭)	(৯০)	(৬৯)	(৩৬)
নীট এক্সপোজার বা ঝুঁকির হিসাব	(১৪,৫২২)	(৬৮)	(১২)	(৮৭)	(১২,৯৯৩)	(২৪)	(৬৯)	(৩৬)

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মূদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল ঃ

	বিনিময় হার	
	৩১ ডিসেম্বর ২০১০	৩১ ডিসেম্বর ২০০৯
	টাকা	টাকা
ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৭০.৭৯	৬৯.৬৫
গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১০৮.৩২	১১১.৯২
ইউরো (ইউআর)	৯৬.৬৭	৯৮.৬২

ii) **বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা বিশ্লেষণ**

বৈদেশিক মূদ্রা সম্পর্কিত ৫০টি মৌলিক পয়েন্টে পরিবর্তন আনা হলে কোম্পানির ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতি বৃদ্ধি/(হ্রাস) ঘটতো যা নিম্নের হিসাবে প্রতিভাত হয় । এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল পরিবর্তনশীল নিয়ামক, বিশেষত সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে ।

	লাভ বা লোকসান		ইক্যুইটি	
	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি বৃদ্ধি	৫০ বিপি বৃদ্ধি
২০১০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- ইউএসডি	(৮,৭৬৪)	৮,৭৬৪	(৮,৭৬৪)	৮,৭৬৪
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য-জিবিপি	(১০১)	১০১	(১০১)	১০১
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- এসজিডি	(২৩)	২৩	(২৩)	২৩
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- ইউরো	(১৩৮)	১৩৮	(১৩৮)	১৩৮
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৯,০২৬)	৯,০২৬	(৯,০২৬)	৯,০২৬
২০০৯				
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- ইউএসডি	(৫,৯০২)	৫,৯০২	(৫,৯০২)	৫,৯০২
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য-জিবিপি	(৩৮)	৩৮	(৩৮)	৩৮
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- এসজিডি	(১৬২)	১৬২	(১৬২)	১৬২
ব্যয়সমূহের মুদ্রা মূল্য- ইউরো	(১১০)	১১০	(১১০)	১১০
বিনিময় হার পরিবর্তনের সুক্ষ্মতা	(৬,২১২)	৬,২১২	(৬,২১২)	৬,২১২

খ) **সুদের হারের ঝুঁকি**

৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদি সুদ হারের ধরন ছিলঃ

	পরিবাহী মূল্য	
	২০১০	২০০৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	১,০৭৩,৫৮৮	১,১১৬,২৬৯
আর্থিক দায়সমূহ	-	-
চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ	-	-
আর্থিক দায়সমূহ	-	-

গ) **হিসাবের শ্রেণীবিণ্যাস এবং ন্যায্য মূল্য**

আর্থিক অবস্থার বিষয়ক বিবরণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের যে ন্যায্য মূল্য পরিবাহীর মূল্যের সাথে একত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে তা হলোঃ

	২০১০		২০০৯	
	পরিবাহী মূল্য	ন্যায্য মূল্য	পরিবাহী মূল্য	ন্যায্য মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে সম্পত্তিসমূহের ন্যায্য মূল্য	-	-	-	-
সম্পত্তিসমূহের মেয়াদ পরিপূর্ণতা				
নির্ধারিত জমাসমূহ	৮০০,০০০	৮০০,০০০	৯০৫,০৬৩	৯০৫,০৬৩
ঋণসমূহ এবং প্রাপ্য অংশ				
বাণিজ্যিক দেনাদার, নীট	২০০,১০৩	২০০,১০৩	১৫৪,৪০৯	১৫৪,৪০৯
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ (নির্ধারিত জমাসমূহ বাদে)	২৭৩,৫৮৮	২৭৩,৫৮৮	২১১,২০৬	২১১,২০৬
আর্থিক সম্পত্তিসমূহের বিক্রয় সহজলভ্যতা	-	-	-	-
লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে দায়সমূহের ন্যায্য মূল্য	-	-	-	-
এ্যামোরটাইজড খরচসমূহের দায়সমূহ				
বাণিজ্যিক পাওনাদার	৫৯,৩৬০	প্রযোজ্য নয়*	৪৮,৯৫০	প্রযোজ্য নয়*
খরচ বাবদ পাওনাদার এবং প্রদেয় খরচ	২০৬,৮০১	প্রযোজ্য নয়*	১৭৫,৬৯৯	প্রযোজ্য নয়*
বিবিধ পাওনাদার	৫৫,২৩৭	প্রযোজ্য নয়*	৭৪,৮৬৭	প্রযোজ্য নয়*
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৬৫,৬৪৬	প্রযোজ্য নয়*	১৬৫,৭৮১	প্রযোজ্য নয়*

* BFRS ৭ঃ আর্থিক দলিলাদিঃ ডিসক্লোজার অনুযায়ি সঠিক মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই । যাহোক, ঐসব দলিলের পরিবাহী মূল্যের সাথে সঠিক মূল্যের তেমন কোন পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা নেই ।

৩৩. **মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার**

চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই	**১২৭,২৬২**	**৯৮,৭৪৩**

৩৪. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা

বিবরণ	মুল্য	সঞ্চিত অবচয়	অবচয় বাদে পুনঃমূল্যায়নের মূল্য	বিক্রয় মুল্য	বিক্রয় পদ্ধতি	ক্রেতা
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০		
প্ল্যান্ট ও মেশিনারী	৫,৫৫৬	৫,৫২৩	৩৩	-	অবলোপন	প্রযোজ্য নহে
মোটর গাড়ীঃ						
মোটর সাইকেল	১৪০	১৪০	-	৫২	টেন্ডার	গোলাম রসূল
গাড়ী	১,৩১৬	১,৩১৬	-	৩,০৮৩	টেন্ডার	নাসির উদ্দিন
ট্যাংকার চেসিজ	৬৯১	৬৯১	-	২৫০	টেন্ডার	মিলন মটরস
	২,১৪৭	২,১৪৭	-	৩,৩৮৫		
আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও অফিস ইকুইপমেন্ট:						
বিক্রয়কৃত	১৭,০৪০	১৭,০৪০	-	১৫৫	টেন্ডার	বিভিন্ন পার্টি
স্ক্র্যাপ্ড	৬৮৭	৬৮৭	-	-	স্বীকৃত নহে	প্রযোজ্য নহে
	১৭,৭২৭	১৭,৭২৭	-	১৫৫		
সিলিন্ডারস:						
বিক্রয়কৃত	২৬,৬০৮	২০,৩০০	৬,৩০৮	২০,৮৮৪	গ্রাহকদের নিকট	বিভিন্ন
বাতিলকৃত	২,১৩২	১,৬৫১	৪৮১	-	হতে নীতিমালা	ক্রেতা
	২৮,৭৪০	২১,৯৫১	৬,৭৮৯	২০,৮৮৪	অনুযায়ী আদায় করা	
২০১০	৫৪,১৭০	৪৭,৩৪৮	৬,৮২২	২৪,৪২৪		
২০০৯	৭০,২১০	৫৬,৯৪১	১৩,২৬৯	১১,৯১৮		

৩৫. কর্মচারীর সংখ্যা

যে সকল কর্মচারী সারা বছর নিযুক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ৩৮৬ এবং তারা প্রত্যেকে বছরে সর্বমোট টাঃ ৩৬ হাজার বা ততোধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে (২০০৯: ৩৭৪)।

৩৬. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ

	২০১০		২০০৯	
	'০০০ GBP	টাকা '০০০	'০০০ GBP	টাকা '০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ,কে-কে কারিগরি সহায়তা ফি	-	-	১৪৮	১৬,৮৮৫
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ,কে-কে লভ্যাংশ প্রদান	২,৫১৪	২৬৮,৭২৫	১,২৬০	১৪৫,৪৫৬

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানী ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী। ২০১০ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে ২০১০ সালে GBP ১,৮৮৪ হাজার অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয়।

৩৭. বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ

গ্রাহকের / ভেন্ডরের নাম	গ্রহণের ধরন	২০১০		২০০৯	
		'000 US$	টাকা '০০০	'000 US$	টাকা '০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	২৫০	১৭,২২২	১৮১	১২,৪১৬
মেঘনা এলয়টেক লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১৫৬	১০,৭৫১	১২৯	৮,৩৬৯
আনন্দ শিপইয়ার্ড লিঃ	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৯২	৬,৩১৬	৬৭	৪,৫৬৮
ইসাব (ESAB) ইন্ডিয়া লিমিটেড	রপ্তানী	-	-	৮	৫৬৫
লিংকন ইলেকট্রিক কোঃ লিঃ	বিক্রয় কমিশন	৫	৩৭৫	-	-
স্টেরিস কর্পোরেশন	বিক্রয় কমিশন	১৬	১,১২৫	৭	৪৭৭
মোট		**৫১৯**	**৩৫,৭৮৯**	**৩৯২**	**২৬,৩৯৫**

		২০১০	২০০৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৮.	**সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য**		
	কাঁচামাল	১,১৬৫,৭৯১	৭৪৮,৯৬৪
	খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	১৩৫,৫০৭	১৪২,০৯৪
	মূলধনী মালামাল	৭৩,০৪৬	৩০,১৭২
		১,৩৭৪,৩৪৪	৯২১,২৩০
৩৯.	**ব্যাংক গ্যারান্টি এবং অঙ্গীকার প্রদান**		
৩৯.১	**ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান আপত্তিকর ভ্যাট ও বিভিন্ন পক্ষকে**		
	তৃতীয় পক্ষদেরকে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান, শিপিং গ্যারান্টিস, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র এবং আপত্তিকর ভ্যাট		
		৩৩,৪২৬	৪৭,৩৬৬
৩৯.২	**বকেয়া লেটার অব ক্রেডিট**	৪৭৫,৬০০	৩৬৮,৭০৬

৪০. **কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল ব্যবহৃত**

	প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		ব্যবহারের
বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	শতকরা
	এম টি	টাকা' ০০০	এম টি	টাকা '০০০	এম টি	টাকা '০০০	এম টি	টাকা '০০০	পরিমাণ
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	২৩০	১২,০৮৮	১,৪২১	৮১,৯৩৮	২৮০	১৮,২৭২	১,৩৭১	৭৫,৭৫৪	৫.৬৫
ওয়্যার	৫৪২	৩৫,৯৪৭	১৫,২৯১	৮০৪,৫১৩	৮০৬	৪৯,৬২৮	১৫,০২৭	৭৯০,৮৩২	৫৮.৯৮
ব্লেনডেড পাউডার	৫১৩	৪৩,৩১১	৪,২১৮	৩২৭,৩১৫	৫৯১	৫৮,৪১৯	৪,১৪০	৩১২,২০৭	২৩.২৮
অন্যান্য	-	২৬,৩৯৩	-	১৬৬,৬৮৫	-	৩০,৯৪৩	-	১৬২,১৩৫	১২.০৯
২০১০	**-**	**১১৭,৭৩৯**	**-**	**১,৩৮০,৪৫১**	**-**	**১৫৭,২৬২**	**-**	**১,৩৪০,৯২৮**	**১০০.০০**
২০০৯	-	২৬৫,০৬৪	-	৮৯৪,৭৪৪	-	১১৭,৭৩৯	-	১,০৪২,০৬৯	১০০.০০

অন্যান্য গুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি ।

৪১. **সংশিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে লেনদেন**

i) কোম্পানী স্বাভাবিক ব্যবসায়িক নিয়ম মোতাবেক অনুযায়ী গ্রুপ কোম্পানী গুলো হতে নিম্নলিখিত মালামাল এবং সেবাসমূহ ক্রয় করেছে ।

	এ বছরের লেনদেন		সমাপনী স্থিতি	
	২০১০	২০০৯	২০১০	২০০৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিশেষ গ্যাস, স্পেয়ারস্ এবং সিলিন্ডারস্	৫২,৬৭৫	৫৭,৬৬৪	(১০,৬৫৬)	(৯,১৪৮)
কারিগরি সেবাসমূহ	২৬,০৭৯	২৫,৮৬৮	(৪৫,৯০১)	(২৫,৮৬৮)
	৭৮,৭৫৪	৮৩,৫৩২	(৫৬,৫৫৭)	(৩৫,০১৬)
ii) এ বছরে কোম্পানী নিম্নের যাবতীয় লেনদেনগুলি পরিচালক জনাব লতিফুর রহমান-এর কোম্পানীর সহিত সম্পন্ন করেছে ।				
ট্রান্সকম গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর নিকট বিক্রয়	৮,০৭৯	১১,১৬৯	(৯০৩)	৭৯৯
iii) বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে লভ্যাংশ প্রদান	২৯৮,৫৮৩	১৬১,৬১৮	-	-
iv) মূল ব্যবস্থাপনা কর্মচারীবৃন্দ				
পরিচালকদের পারিশ্রমিক	৩১,৫৫৫	২৫,৮৬৯	-	-

২০১০ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে ২২৮,২৭৪ হাজার টাকা অর্ন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয় ।

৪২. **প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ**

২০১১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে পরিচালকমন্ডলীর অনুষ্ঠিত সভাতে ২০১০ সমাপ্ত বছরের জন্য ইস্যুকৃত প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১০.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ১৫২,১৮৩ হাজার টাকা সুপারিশ করেছেন ।

কোম্পানীর অবস্থানসমূহ

	রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়	ঃ	কর্পোরেট অফিস ২৮৫ তেজগাঁও ই/এ, ঢাকা-১২০৮	টেলিফোন ফ্যাক্স	ঃ ঃ	০২-৮৮২১২৪০-৪৫ ০২-৮৮২৩৭৭১/০২-৮৮২১২৪৭
	ফ্যাক্টরী					
ঢাকা	তেজগাঁও	ঃ	২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮	টেলিফোন ফ্যাক্স	ঃ ঃ	০২-৮৮২৪৪৭১-৭৪ ০২-৯৮৮৩৪১২/০২-৮৮২১৬৭২
নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	ঃ	ডাকঘর-ধুপতারা,থানা- রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ	টেলিফোন	ঃ	০১১৯৯-৮৫১৭২৫ ০১৭১১-৫৬৩৩১৭
চট্টগ্রাম	শীতলপুর	ঃ	শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম	টেলিফোন	ঃ	০৩১-৭৫১৪৮৫
বগুড়া	বগুড়া এলপিজি প্ল্যান্ট	ঃ	ধানকুন্ডি, শেরপুর, বগুড়া	টেলিফোন	ঃ	০১৭১৩১৪৫৪৫৮
	বিক্রয় কেন্দ্র					
ঢাকা	তেজগাঁও	ঃ	২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮	টেলিফোন ফ্যাক্স	ঃ ঃ	০২-৮৮২৪৪৭১-৭৪, ০১৭১৩০৯৯৬৫২ ০২-৯৮৮৩৪১২, ০২-৮৮২১৬৭২
ঢাকা	পোস্তগোলা	ঃ	ডাকঘর-ফরিদাবাদ, পোস্তগোলা ঢাকা-১২০৪	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০২-৭৪৪১৩২০ ০১৭১৩০৯৯৬৭৩
ঢাকা	টিপু সুলতান রোড	ঃ	৫৭-৫৮, টিপু সুলতান রোড থানা-সুত্রাপুর, ঢাকা	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০২-৭১৬৩৭৬৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৫
	টঙ্গী	ঃ	২৪১ টঙ্গী শিল্প এলাকা মিলগেট, গাজীপুর	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০২-৯৮১২৪০২ ০১৭১৩০৯৯৬৫৪
	নারায়ণগঞ্জ	ঃ	৭২ সিরাজউদ্দৌলা রোড নারায়ণগঞ্জ	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০২-৯৭১২২৬৪ ০১৭১৩০৯৯৬৫৬
	ময়মনসিংহ	ঃ	২৮/ক, কে সি রায় রোড ময়মনসিংহ	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৯১-৫২৫৫৮ ০১৭১৩০৯৯৬৫৭
	নোয়াখালী	ঃ	কন্ট্রাক্টর মসজিদ (মাইজদী রোড) আলীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৩২১-৫২০২৩ ০১৭১৩০৯৯৬৬০
	খুলনা	ঃ	অফ রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড লবন চোরা, খুলনা	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৪১-৭২১২০৬/ ৭২৩০৭৬ ০১৭১৩০৯৯৬৬৩
	বরিশাল	ঃ	হোল্ডিং-৭৬৪১, আলেকান্দা কোতওয়ালী, বরিশাল	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৪৩১-২১৭৩১৯০ ০১৭১৩০৯৯৬৬৫
	রাজশাহী	ঃ	ইসলামপুর (দেবিসিংপারা) নাটোর রোড, ভদ্রা, রাজশাহী	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৭২১-৭৫০২৪২ ০১৭১৩০৯৯৬৬৮
চট্টগ্রাম	শীতলপুর		সীতাকুন্ড, শীতলপুর, চট্টগ্রাম	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৩১-৭৫১৪৮৫ ০১৭১৮৪০০০০৫
চট্টগ্রাম	সাগরিকা	ঃ	৬৮/ভি, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী ডাকঘর-কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৩১-৭৫২১২২, ০৩১-৭৫২৭৭৬ ০১৭১৩০৯৯৬৫৮
	কুমিল্লা		শ্রীমান্তপুর, লাকশাম রোড আহমেদ নগর, কুমিল্লা	মোবাইল		০১৭১৩০৯৯৬৬১
	সিলেট	ঃ	নিশাত প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স মমিনখোলা, সিলেট	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৮২১-৮৪১৬৮১ ০১৭১৩০৯৯৬৬২
	যশোর	ঃ	সেন্ট্রাল রোড, ঘোপ যশোর	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৪২১-৬৮৫৯৬ ০১৭১৩০৯৯৬৭২
	বগুড়া	ঃ	চারমাথা, রংপুর রোড, নিশিনদারা বগুড়া	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৫১-৬৪৩২৭ ০১৭১৩০৯৯৬৬৬
	রংপুর	ঃ	সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল আর, কে রোড, গণেশপুর, রংপুর	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৫২১-৬৩৬০৮ ০১৭১৩০৯৯৬৬৭
	ফরিদপুর	ঃ	কাশেম সুপার মার্কেট পশ্চিম গোয়ালচামট যশোর রোড, ফরিদপুর	টেলিফোন মোবাইল	ঃ ঃ	০৬৩১-৬৫৩৪৫ ০১৭১৩০৯৯৬৬৪

বিওসি বাংলাদেশের সাইটস্

কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ

কমপ্রেস্ড অক্সিজেন
তরল অক্সিজেন
কমপ্রেস্ড নাইট্রোজেন
তরল নাইট্রোজেন
ডিজলভ্ এ্যাসিটিলিন
কার্বন ডাই-অক্সাইড
ড্রাই আইস
আরগন
ল্যাম্প গ্যাস
এল পি জি
রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস (ফ্রিয়ন এবং সুভা)
হাইড্রোজেন
ফায়ার সাপ্রেসন সিস্টেম
কমপ্রেস্ড হিলিয়াম
তরল হিলিয়াম
সালফার-হেক্সাফ্লুরাইড
সালফার ডাই-অক্সাইড
বিশেষ গ্যাস ও গ্যাস মিশ্রণ
অনুরোধক্রমে যে কোন গ্যাস

মেডিক্যাল অক্সিজেন
নাইট্রাস অক্সাইড
এন্টোনক্স
স্টেরিলাইজিং গ্যাস
মেডিক্যাল গ্যাস সিলিন্ডার
এ্যানেসথেশিয়া মেশিন
এ্যানেসথেশিয়া ভেন্টিলেটর
আই সি ইউ/ সি সি ইউ মনিটরিং সিস্টেম
আই সি ইউ/ সি সি ইউ ভেন্টিলেটর
পাল্স অক্সিমিটার
ইনফ্যান্ট ওয়ার্মার
ফটোথেরাপি ইউনিট
ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর
ও টি টেবিল
ও টি লাইট
অটোক্লেভ/ ষ্টেরিলাইজার
গাইনিকোলজিক্যাল টেবিল
হিউমিডিফায়ার
অক্সিজেন কনসেনট্রেটর
রিসাসসিটেটর
সেন্ট্রাল স্টেরিলাইজিং এ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট (সিএসএসডি)
অনুরোধক্রমে যে কোন মেডিক্যাল যন্ত্র

মাইল্ড স্টীল ইলেকট্রোড্স
লো হাইড্রোজেন/লো এ্যালয় ইলেকট্রোড্স
কাস্ট আয়রণ ইলেকট্রোড্স
হার্ড সার্ফিসিং ইলেকট্রোড্স
স্টেইনলেস স্টীল ইলেকট্রোড্স
আর্ক ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
গ্যাস ওয়েল্ডিং রড ও ফ্লাক্স
গ্যাস ওয়েল্ডিং এবং কাটিং সাজ-সরঞ্জাম
মিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
টিগ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
প্লাজমা কাটিং যন্ত্র ও সরঞ্জাম
ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস
ওয়েল্ডিং যন্ত্র মেরামত
ওয়েল্ডিং টেষ্টিং ও সার্ভিস